সঙ্গীত-কুসুম

[দেব-স্তুতি, প্রার্থনা, রূপ, আগমনী, অবস্থিতি, বিজয়া, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও মনের প্রতি উপদেশ এবং অনুতাপ সম্বন্ধীয় ষোড়শোত্তরশত সঙ্গীত।]

(প্রথম খণ্ড।)

শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী-প্রণীত।

শ্রীদুর্গানন্দ সান্যাল বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

"স্বর্ণ অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে, পরে না কি রজত চরণে" ?
কিম্বা
বিবিধ কুসুমরাজি-পূর্ণ সাজি করে,
ধরে যারা, করে নাকি করে সম্মার্জ্জনী ?

কলিকাতা।

২৫নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, জয়ন্তী-প্রেসে
বি, কে, চক্রবর্ত্তী এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সন ১৩০৫ সাল।

উৎসর্গ।

অনুজ-প্রতিম শ্রীমান্ রোহিণীনন্দন সেন।

ভ্রাতঃ!

আপনি সঙ্গীতজ্ঞ,

সুকণ্ঠ ও আমার রচিত

সঙ্গীতে সমধিক শ্রদ্ধাবান্,

তন্নিমিত্ত, স্নেহের উপহার স্বরূপ এই

অকিঞ্চিৎকর **'সঙ্গীত-কুসুম'** (১ম খণ্ড) আপনার

করে অর্পণ করিলাম। প্রসন্নচিত্তে

গ্রহণ করিলে এবং আপনার কম-

নীয় কণ্ঠে গাইতে শুনিলে

শ্রম সফল জ্ঞান

করিব।

প্রণেতা।

বিজ্ঞাপন।

তাললয়জ্ঞানহীন, সুস্বরশূন্য অভাবুক জনের সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্তি কেন? এ প্রশ্ন স্বতই উদিত হইতে পারে; কিন্তু কি করি বাল্যাবধি সঙ্গীতবিষয়ে দৃঢ় অনুরক্তি, তদ্বিষয়ে আলোচনা ও তৎসঙ্গে সঙ্গীতরচনা-প্রবৃত্তির ফলস্বরূপ জীবনের অবকাশ সময়ের মধ্যে মধ্যে রচিত সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করিয়া অধুনা গ্রন্থাকারে প্রকাশের বাসনা এতদূর বলবতী হইয়াছে যে, পুস্তকখানি জনসাধারণের ধিক্কার বা তীব্র কটাক্ষপাতের লীলাস্থল হইবার সম্ভাবনা সত্বেও, উহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সাধকশ্রেষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, মহারাজ রামকৃষ্ণ, রাজা শিবচন্দ্র, সঙ্গীত-রসাস্বাদী দেওয়ান মহাশয়, কবিবর দাশরথি রায়, মধুস্রাবী সঙ্গীতরচয়িতা মধুসূদন কিন্নর, ভাবুকপ্রবর গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, আধুনিক সঙ্গীতরচয়িতা ও গায়ক নীলকণ্ঠ, নারায়ণ দাস, কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকির, মতিলাল রায় ও গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয়গণের রচিত সঙ্গীতের সুর ও রাগ-রাগিণী অনুসরণে এই সঙ্গীত রচিত হইয়াছে।

গায়কগণের গাইবার সুবিধা ও সুর তাল সহজে বোধগম্য হইবার জন্য যে মহাজনের যে গানের সুরে যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছি, তাঁহার নাম ও গানের প্রথমাংশ সংক্ষেপে প্রত্যেক গানের শীর্ষভাগে লিখিয়াছি।

* * * * *

পরিশেষে সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতানুরাগী মহাশয়গণ সমীপে সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা অবসর মত উল্লিখিত গানের সুরের সঙ্গে মিলাইয়া এই অকিঞ্চিৎকর গানগুলি গাইলে বা অন্য দ্বারা গাওয়াইলে শ্রম সার্থক বোধ করিব।

শ্রীরামজয় বাগছী।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

পরম পূজ্যপাদ মাতুল মহাশয় রচিত সঙ্গীত-কুসুম প্রথম খণ্ড প্রথমে তাঁহার দ্বারাই প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে যে সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা সমস্তই বিতরিত হইয়াছে। সম্প্রতি অনেক ভদ্র গায়ক মহোদয়ের আকাঙ্ক্ষাতিশয়ে উহার পুনর্মুদ্রাঙ্কন অত্যাবশ্যক। একটী গানে (২য় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে) এখন হইতে সঙ্গীত-কুসুম প্রকাশের ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। মাতৃহীন অবস্থায় আমি আবাল্য মাতুল মহাশয়ের স্নেহেই লালিত ও বর্দ্ধিত। তাঁহার এই সামান্য নিদেশ আমার অবশ্য প্রতিপাল্য; তাই আমি সাগ্রহে সঙ্গীত-কুসুম প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছি।

শীঘ্রই সঙ্গীত-কুসুম দ্বিতায় খণ্ড প্রকাশিত হইবে। রাগ রাগিণীর উৎপত্তি আদি বিষয়ক সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থের অনুবাদ এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী মহোদয় লিখিত "কটী কথা" ২য় খণ্ডে পুনঃ-প্রকাশের মানসে বর্ত্তমান সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হইল না। সঙ্গীত-কুসুমসম্বন্ধে সংবাদপত্র ও ব্যক্তিগত অভিমত যাহা ১ম সংস্করণে যোজিত হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত বহু মহাত্মার অভিমত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সমস্ত অভিমতই একত্রে দ্বিতীয় খণ্ডে যোজিত হইবে। প্রথম সংস্করণের কোন কোন গান পূজ্যপাদ প্রণেতা কর্ত্তৃক কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইল। ঐ সংস্করণে শৃঙ্খলার কথঞ্চিৎ অভাব ছিল, তাহাও এই সংস্করণে সংশোধিত হইল।

প্রথম সংস্করণে যে সকল ভুল ছিল, তাহা আমার পরমারাধ্য অধ্যাপক গুরু শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় বিশেষ যত্নসহকারে আমূল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

নাটোর।
তারিখ ১০ই চৈত্র। ১৩০৫।

প্রকাশক।

সূচিপত্র।

বিষয়।	গীত নং।	পৃষ্ঠা

শ্মশানে শব-দাহ দর্শনে।

ভগ্ন দন্তোপলক্ষে।

বিবিধোপদেশ।

মোকদ্দমা।

কাঁঠাল।

বিদায়।

চরম-প্রার্থনা।

১নং।

রাগিণী বেহাগ।— তাল ঢিমা তেতালা।

(তুমি হে জগত-যন্ত্রণাহারিণী) জুড়ী।

শ্বেত সরোজে বসতি, ভারতি! হের মা! সম্প্রতি,
এ দীন প্রতি পদ্মাননে।

বিশদ-বরণি বাণি! বন্দিনী ত্রিভুবনে। ১
তুমি যারে কর দয়া, প্রবাদ আছে পদ্মালয়া,
তার পরে হয় নিদয়া, মোরে বাম দুজনে। ২
মা! তব করুণা ফলে, নবে অমরতা ফলে,
এ জীবন গেল বিফলে, অন্তে রেখো চরণে। ৩
বাসনা ছিল অন্তরে, রসনা সেবিবে তোরে,
ভ্রান্ত রাম অর্থ তরে, ক্ষান্ত তব সাধনে। ৪

২নং।

রাগিণী বেহাগ।—তাল জৎ বা আড়া।

(যদুনাথ তোমার সখা রাখাল সকলে)

গুরুদেব ! প্রণতি ও যুগল চরণে।
হে শরণ্য ! হও প্রসন্ন, এ বিপন্ন সন্তানে। ১
অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর,
তৎপদ হয় সুগোচর, তব করুণা-গুণে। ২
দেখায়েছ মুক্তিপথে, ত্যজে তা ভ্রমি অপথে,
দাঁড়ায়েছি মরণপথে, তবু সে পথ দেখিনে। ৩
ভুরু-মধ্যে বিদ্যমান, আজ্ঞাচক্রে তব স্থান,
হেরে না রাম অজ্ঞান, দেখাও জ্ঞান-নয়নে। ৪

৩নং।

রাগিণী ললিত ঝিঁঝিট।—তাল ঝাপতাল।

(বলে গেলিনা বলে রে ভাই ভেবেছিলাম) দাশরথি।

এই নিবেদন তোমার সদন, করি হে করিবদন !
ওহে মদননিধন-হৃদি-নন্দন নিরঞ্জন ! । ১
গজেন্দ্রবদন গণপতি গণেশ স্থূলতনু,
লম্বোদর লোহিতাঙ্গ দ্যুতি যিনি বাল-ভানু,
অথবা অনল-আভা আঁখি-রঞ্জন। ২
তুমি বেদের হৃদয়-মণি, প্রণবস্বরূপ গণি,
সাকারে ত্রিমূর্ত্তি তব হৈল প্রকটন।

তেঁই সে বেদ-বিহিত সবে তোমারে আগে পূজে,
লোহিতাঙ্গ বিধি-রূপ, বিষ্ণু চারু চারি ভুজে,
শিব-রূপে বিশদ শির জানে যোগী জন। ৩
আমার বিনাশ শমন-শাসন ওহে বিঘ্নবিনাশন!
ঘুচাও গমন আগমন এ ভব-ভবন।
নিরত পাপে বিরত কর বিষয়-বিষপানে,
হর দুখ হর-নন্দন হেরম্ব! হের রাম পানে,
কৃপা করি করুণাকণা কর বিতরণ। ৪

৪নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

(তোমরা কেউ ঘুমাইও না) দাশরথি।

প্রণাম হে সহস্রকিরণ! কর ত্রিতাপে আমারে তারণ,
আসি কর্ম্মক্ষেত্রে, ভ্রমি কর্ম্মসূত্রে,
পাই পুনঃ পুনঃ জনম মরণ। ১
ওহে দিনপতি! শ্রুতি স্মৃতি কয়,
তোমা হইতে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
অন্তে তবাশ্রয়, জীব-আত্মা রয়,
ওষধি-মাঝারে কর তায় প্রেরণ। ২
কর-দানে কর পালন সবার, অন্তে উগ্র তেজে এ বিশ্ব-সংহার,
হে ত্রিগুণাত্মক! ভ্রান্ত ভ্রমাত্মক,
নরে করে তোমা জড় নির্দ্ধারণ। ৩
আরোগ্যদ! তুমি হর জীব-ব্যাধি,
বিনাশ রামের তাপ আধি ব্যাধি,
হর হে মিহির! অবিদ্যা-তিমির, করি কৃপা কর কণা বিতরণ। ৪

৫নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল ঠেকা।

(দেখিলাম তোমার জননী জনক) মধুকাণ।

হে শিব শঙ্কর সদাশিব! আর কত আসিব,
কর্ম্ম ক্রমে, কর্ম্ম-ভূমে, কর্ম্ম-পাশ কবে নাশিব। ১
জ্ঞানময় পঞ্চানন! দেহ মোরে তত্ত্বজ্ঞান,
পাই যাহে সে নির্ব্বাণ, পরাৎপরেতে মিশিব। ২
গজেন্দ্রবদন, বিষ্ণু, সূর্য্য, সতী সনাতনী,
শিব সেবে পঞ্চ মতে তন্ত্রে পথ পঞ্চায়তনী,
নাশ দাসের ভ্রম-প্রপঞ্চ, একি ভাবি যেন পঞ্চ,
তার ভক্ত-হৃদি মঞ্চ, বিনাশি রাশি অশিব। ৩
স্মর-বপু বিনাশিলে ওহে ত্রিপুরান্তকারি!
হর হে! হর তনয়-ত্রিতাপ ত্রিতাপহারি!
হে মহাকাল! কাল নিকটে, ডাকে রাম পড়ে সঙ্কটে,
কবে জাহ্নবীর তটে, মরে সে নীরে ভাসিব। ৪

৬নং।

রাগিণী অহং।—তাল একতালা।

(গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল) দাশরথি।

(ওমা) জগত-বন্দিনি! নগেন্দ্র-নন্দিনি! যোগেন্দ্র-ঘরণি!
কালবারিণি!।
তুমি যেতে পিতৃবাসে, (মাগো) দেখাও কৃত্তিবাসে,
দশ-মহাবিদ্যা-রূপ আপনি। ১

হ'লে কালী, তারা, বরাভয়করা, অসিমুণ্ডধরা অন্য পাণি,
রূপ ধর ভোলা-জায়ে! (মাগো) ভোলে ভোলা যায়ে,
ষোড়শি! শঙ্কর-মন্মোহিনি!। ২
হও ভুবন-ঈশ্বরী, হে ত্রিপুরেশ্বরি! ভৈরবী ভৈরব-সীমন্তিনি!
নিজ কণ্ঠ কাটি হস্তে, ওমা ছিন্নমস্তে!
হেরি হর ত্রস্তে, দেয় মেলানি,
রূপে ভক্ত-হৃদি গলে, (মাগো) মাতঙ্গি! বগলে!
ধূমাবতি! পদ্মবনবাসিনি!। ৩
আমার বিষয়-বাসনা, হর শবাসনা! বশ্না রসনা, সনাতনি!
এই দ্বিজাধম রাম, ত্যজে তব নাম,
বৃথা অর্থ কাম, চায় জননি!
দাসের নাশ এ দুর্ম্মতি, (মাগো) দেহ পদে মতি,
হর মা দুর্গতি গতিদায়িনি!। ৪

৭নং।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ।—তাল একতালা।

(ভেবে আকুল বসুদেব) দাশরথি।

তারা! তার নন্দনে।
ত্বরা দীনে স্বগুণে, ভানুসুত-ভয়ে মা অভয়ে!
নৈলে তব সুতে বেঁধে লবে শমনে। ১
(আমার) হৃদয়-বাসনা, ত্যজি রূপা সোণা,
করি শবাসনা, ইষ্ট-উপাসনা, হলোনা
কেন না, দেহে আছে রিপু ছয়, (জননি) তারা বাদী হয়,
সজোরে বিজয় করেছে মনে। ২

দেহ হর-শক্তি! শক্তি দেহ মনে,
মুক্তি-মাতা ভক্তি দেহ অকিঞ্চনে,
করি জয়, রিপু-চয়, রাম একান্ত মানসে,
(মাগো) ভজিবে ভবেশে, হর মোহাবেশে হর-ললনে!। ৩

৮নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঢিমা তেতালা।

(শুন মা জনমকথা) মধুকাণ।

হরি হে! দীনের প্রতি, কৃপায় চাও সম্প্রতি,
করি মিনতি। ই ই ই ই। ১
মীন-রূপে বেদে উদ্ধার, করেছ বিশ্ব-মূলাধার!
কূর্ম্মরূপে ধরার আধার, হ'লে শ্রীপতি। ২
একার্ণবে ধরা যবে নিমগ্না নীরে,
উদ্ধার বরাহ-রূপে এ ধরণীরে,
বধেছিলে হিরণ্যাক্ষে, হিরণ্যকশিপু-বক্ষে—
বিদার ধরি কটাক্ষে, নৃসিংহমূরতি। ৩
জন্মিলে বামন-রূপে অন্ত কেবা পায়,
ইন্দ্র হবে বলি বলি ছলিলে ত্রিপায়,
তা পরে ভৃগুর বংশে, অবতীর্ণ হয়ে অংশে,
বিনাশি ক্ষত্রিয়-বংশে, রাখিলে ক্ষিতি। ৪
দমিলে দশবদনে রামাবতারে,
যে সুধাময় রাম-নাম ক'রে পাতকী তরে,
ধরণী ধন্য তা পরে, হলধারী রাম দ্বাপরে,
বুদ্ধদেব অতঃপরে, বিরোধি শ্রুতি। ৫

ধর্ম্মস্থিতি হেতু হরি! সম্ভল গ্রামে,
হবে বিষ্ণুযশা-স্থত সে কল্কি নামে,
মুক্ত অসি করি করে, নাশিবে ম্লেচ্ছ-নিকরে,
পামর রাম কিঙ্করে, কর নিষ্কৃতি। ৬

৯নং।

রাগিণী জঙ্গলা।—তাল একতালা।

(আমি ঐ খেদে খেদ করি তারা) রামপ্রসাদ।

(এসব) তোমারি চাতুরী, (কেশব) মনোহারি হে মুরারি!
তুমি কর কারে তত্ত্বজ্ঞানী কারে করাও চুরি। ১
কারে কর জ্ঞানী ধনী মূর্খ বা ভিখারী।
কর যোগী ঋষি মুনি কারে, কারে পাপাচারী।২
কেউ বা ব্যভার কত্তে নারে অর্জ্জিত ধন তারি,
কেউ সর্ব্বস্ব দান ক'রে দীনে হচ্ছে বনচারা। ৩
অবিদ্যা সে ছয় রিপু স্বজন তোমারি,
আমি তার প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে অপথে ঘুরে মরি। ৪
(তুমি) সুমতি দিলে না দাসে কি দোষ দাসেরি,
তাই ভাগ্য-দোষে মোহ-বশে কর্ম্ম-পাশে ঘুরি। ৫
স্বধামে, পতিত রামে দয়া করি হরি!
লয়ে জঠর-যাতনা আর দিওনা ফিরি ফিরি। ৬

স্থাপিত বিগ্রহের প্রতি।

১০নং।

রাগিণী খটভৈরবী।—তাল একতালা।

(ওরে নিদ্রা কেন অঙ্গে এলি) দাশরথি।

হরি! আর কি ওপদ সেবিব।
আর কি সযতনে, তুলসী চন্দনে, ও রাঙ্গা চরণে,
পূজিতে পাইব। ১
আর কি কর্ম্মফলে হইব ব্রাহ্মণ,
আর কি কর্ম্মক্ষেত্রে করিব ভ্রমণ,
আর কি নারায়ণ! প্রণব উচ্চারণ
করি তব নাম হৃদয়ে জপিব। ২
(আহা!) কর্ম্মফলে কর্ম্মক্ষেত্রে আসিলাম,
তায় দ্বিজকুলে জন্ম লভিলাম,
হায়! কর্ম্মক্রমে পতিত হ'লাম,
আর কি দ্বিজকুলে জনম লভিব। ৩
(আর) বাঞ্ছা নর-জন্মে নাহি জনার্দ্দন!
দয়াময়! রামের এই নিবেদন,
তির্য্যগ্-যোনি যেন হয় না ভ্রমণ,
বরং ব্রজ-মাঝে উদ্ভিদ হইব। ৪

১১নং।

রাগিণী খটভৈরবী।—তাল একতালা।

(যাতে ক্ষীর সর হে গোকুলেশ্বর) দাশরথি।

দিনত অমনি, হে চিন্তামণি! আমার গত হ'লো বৃথা কাজে
আমি দুরাশয়, সেবিলাম বিষয় বিষময়, ওহে বিশ্বময়!
কভু না ভাবিলাম তোমা হৃদয়-মাঝে। ১
পাপী বলে যদি না কর উদ্ধার,
পতিতপাবন-নামে ওহে বিশ্বাধার!
অযশ ঘোষিবে এ বিশ্ব-মাঝার,
অকলঙ্কে কি হে! কলঙ্ক সাজে। ২
যোগ সাধি যারা অমল অন্তরে,
যোগী ঋষি মুনি তত্ত্বজ্ঞানী তরে,
তায় কি মহিমা! মাহাত্ম্য মুরারে!
তারিলে রামেরে চরণ-রজে। ৩

১২নং

রাগিণী আলিয়া।—তাল একতালা।

(রামের তুল্য পুত্র কেবা পায়) দাশরথি।

দীনে কর দয়া দয়াময়!
আমি রঙ্গরসময়, কুকাজে সময়, কাটালাম ভবে বৃথা বিশ্বময়!
অন্তিম সময়, হরি গুণময়! শমনে যেন না লয়। ১
বিষয়বাসনা বিষম বিষময়, পরিহরি হরি! সদা মনে লয়,
ত্যজিতে না পারি তোমারি মায়ায়, দারা পুত্র বিত্তালয়। ২

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যে পদ না পায়,
পাপী রাম চায় পাইতে সে পায়,
না দেখি উপায়, যদি অকৃপায়, না তার হে রসময় ! । ৩

১৩নং ।

রাগিণী ললিত ঝিঝিট ।—তাল ঝাপতাল ।

(বলে গেলিনে বলেবে ভাই) দাশরথি ।

করি মিনতি যদুপতি ! জোড় করি যুগল পাণি ।
দিনেশ-সুত-দূত ভয়ে রক্ষ হে রথাঙ্গপাণি ! । ১
আসিয়া এ কর্ম্ম-ভূমে ধর্ম্ম কর্ম্ম তেয়াগিয়া,
কর্ম্ম-গুণে বদ্ধ হ'লাম তোমা ধনে না ভাবিয়া,
নিকট হ'ল বিকট কাল, গ্রাসিবে এখনি । ২
হয়ে পাপে রত অবিরত, ক্রমে হ'লো কাল গত,
কুকাজে কাটি সতত, দিবস রজনী ।
হরি ! মম পাপ হরি, দাও হে বিমল জ্ঞান ।
নির্ম্মল করি হৃদয় তাহে হও অধিষ্ঠান,
যেন হরি বলে মুখে সুখে ত্যজি এ পরাণী । ৩
আমি শুনেছি হে বেদ পুরাণে, তাই আশা আছে পরাণে,
হরি ! তোমার নাম স্মরণে, পাতকী প্রাণী
তরে হে অকাতরে সে সুতপ্ততোয়া বৈতরণী,
তারিতে তারে, ত্বরিত হরি ! দাও শ্রীচরণ-তরণী ।
রামের বাসনা সীমে সে অন্তিমে দেখি পা দুখানি । ৪

১৪নং।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল একতালা।

(মণি ঐ ভয় মম মানসে) দাশরথি।

এখন সদা চিতে চিন্তা করি, কভু স্মরিলাম না শ্রীহরি,
বল কিসে পাব ত্রাণ, ওহে ভগবান!
শমনে লইলে হরি। ১
আজন্ম অধর্ম্ম করেছি কেশব! অন্তর্যামী তুমি জান ত সে সব
জীবনান্তে যাহে ভুঞ্জিব রৌরব, তার দাসে তায় হরি!। ২
(ওহে) কর্ম্মক্ষেত্রে নাথ! তুমি ত আনিলে,
সাক্ষী রূপে সদা হৃদয়ে আছিলে,
কেন সাধু কাজে প্রবৃত্তি না দিলে,
দিলে আরো ষড় অরি,
তারি অনুগত হয়ে পাপ মন, কুকাজে কুপথে করা'ল ভ্রমণ,
রাম দোষী শেষে, বিচার কেমন, তবু ক্ষম পদে ধরি। ৩

১৫নং।

রাগিণী মুলতান।—এক তালা।

(একি বিকার শঙ্করি!) দাশরথি।

শমন পালায়, রে দূরে।
সদা ভাব্‌লে ভব-ভয়-হারী মুরহরে। ১
জঠর-যাতনায় হয়ে জ্বালাতন,
ভেবেছিলাম ভবে ভজিব সনাতন,
'হলেম বিস্মরণ (দীননাথ! আমি) ত্বন্নাম উচ্চারণ,
মজিয়া মায়া-ঘোরে। ২

ওহে সরসিজাসন ! ত্রিতাপ-নাশন !

শমন-শাসন-হারি !

মম তাপত্রয় হর (হরি হে) ওহে মুরহর !

স্মরহর-হৃদি-বিহারি !

গত প্রায় হরি ! এ পাপ জীবন, অন্তে যেন মিলে জাহ্নবী-জীবন,

পাই বারাণসী (দীননাথ ! অন্তে) পুণ্য বৃন্দাবন,

কিম্বা মথুরাপুরী। ৩

ওহে বটপত্রশায়ি ! জীব-শিব-ধ্যায়ি ! শেষ-শিরাসন-বিহারি !

মম কলুষ বিনাশ, (হরি হে কৃপায়) ওহে শ্রীনিবাস !

সৃজন-পালন-সংহারি !

জীবনান্ত কাল জানিয়া সম্প্রতি,

চরণে পতিত চাও রাম প্রতি,

মূর্ত্তি-যুগ যেন (হরি হে তব) অন্তে হয় স্মৃতি,

নিরখি আঁখি পূরি। ৪

১৬নং।

রাগিণী ভয়রোঁ।—তাল একতালা।

(দিন গত কিন্তু নয় হে রাম) দাশরথি।

পরিহরি পুণ্যপথ হরি ! আমার অপথে গতি সতত।

আমি জন্মান্তর-সুকৃত—

কর্ম্মফলে দ্বিজকুলে জন্ম লয়ে,

কর্ম্ম ক্রমে হই পতিত। ১

হায়! কর্ম্মভূমি, এ ভারতভূমি, বাসে বাসব-বাঞ্ছিত,
যাতে থাকিতে নির্ব্বাণ, মূল তত্ত্বজ্ঞান,
আমি অজ্ঞান-মোহিত। ২
ওহে দীননাথ! মম দিন গত,
দিনমণি-সুত-দূত-ভয়ে ভীত,—
চিত তবু তব পদে এ পতিত,
নহিল কভু পতিত।
তোমার চরণ-স্মরণ-বিরত, নিয়ত পাপে নিরত,
রামের ভবে গতি বিধি, হর হরনিধি!
ভানুজ-ভীতি অচ্যুত!। ৩

১৭নং।

রাগিণী গৌরী বা পুরবী।—তাল একতালা।
(শঙ্কর-উরে কে বিহরে) কমলাকান্ত।

দেহি মে চরণ, দয়া করি হরি! অন্তিমে।
গত নিশি দিন, পাপে হয়ে লীন,
করেছি হে হরি! হৃদয় মলিন,
তাই তব নাম-স্মরণ-বিহীন,
দীন প্রতি বিধি বামে। ১
রাখ ভবভয়ে হে পীতবাস! ধরি পায় হেরি শমন-ত্রাস,
শরণ মাগিছে চরণে দাস,
তার রাম দ্বিজাধমে। ২

১৮নং।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল ঢিমা তেতালা।

(দেখিলাম যত নারী বসে নীরে) মধুকাণ।

সম্প্রতি এ দীনের প্রতি হরি!।
চাও হে চরণে ধরি, দোষ হেতু রোষ পরিহরি। ১
অন্ত না পায় যোগিগণে, হে অনন্ত! তব গুণে,
তার হে ত্বরা স্বগুণে, এ পামর নির্গুণে, গিরিধারি!। ২
হরনিধি! হর বিধি যে পদ ধেয়ায়,
যে পদ আশে বনবাসে যোগী ঋষি ধায়,
সে পদ পাইতে সাধ মনে, চন্দ্র যেমন চায় বামনে,
দুরাশা পূরে কেমনে, তব কৃপা বিনে বংশীধারি!। ৩
গঙ্গা যে পতিতপাবনী জন্মে তব পায়,
পতিততারণে তবে পিতৃ-গুণ পায়,
নাম ধর পতিতপাবন, এ পতিতে কর পাবন,
দিয়ে রামে যুগল চরণ, নিলাম শরণ চরণে মুরারি!। ৪

১৯নং।

রাগিণী দেওগিরি।—তাল ঢিমা তেতালা।

(আহূত এসেছি মোরা রবাহূত কও কারে) মধুকাণ।

হে গোবিন্দ! পদারবিন্দ অন্তিমে দিও এ দীনে।
তুমি গতিহীনের গতি, নিস্তার এই গতিহীনে। ১
মজিয়ে সংসার-কারায়, মুগ্ধ হ'লাম পুত্র-দারায়,
না ভাবি ভবেশ! তোমায়, কি গতি হবে সে দিনে। ২

দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু ! ভবসিন্ধু কিসে তরি,
নাহি সে সাধন-বল, বিনা বল চরণ-তরি,
পতিতে তার ত সদাই, অজামিল জগাই মাধাই,
তরিল পাতকী দু ভাই, তরিবে সবাই তব গুণে। ৩
আজন্ম অধর্ম্মাচারে রত এ পাপী একান্ত,
বিরত সতত স্বধু স্মরিতে তোমায় শ্রীকান্ত !
রামের হ'ল দিনান্ত, নিকটে এল কৃতান্ত,
ত্রাণ করো কমলাকান্ত ! অদান্তে অভয়-দানে। ৪

২০নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল একতালা।

(আমার যে কেশব) মধুকাণ।

চরণে ধরি তার দীনে মুরারি !
তুমি না তারিলে ভবে, বল কিসে তবে তরি। ১
যে পদে সোণা তরণী, বিনে ঐ চরণ-তরণী,
তরি কিসে বৈতরণী, অকূল হেরি ভেবে মরি। ২
পাপ-ভারে অবসন্ন ধরারে হেরি,
অবতীর্ণ পূর্ণ রূপে ব্রজে শ্রীহরি !
নাশি কেশী কংসাসুরে, হরিলে বসুধা-ভারে,
হরি পাপ এ পামরে, তার তনু পাপে ভারি। ৩
গোপালগণে বৃন্দাবনে, বিষ-জল-পানে,
মরিলে, বাঁচাইলে প্রাণে, চাই তাদের পানে,

বিষয়-বিষ-পানে মরি,
বাঁচাও রামে বংশিধারি!
দুর্ম্মতি রাখাল তোমারি, ডাকে যে শমনে ডরি। ৪

২১নং।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

(আয় রে গোপাল আয় কোলে) মধুকাণ।

করুণা করি দীনে, তার হে হরি! দুর্দ্দিনে।
আমি মন্দমতি, রতি মতি নাই চরণে,
কর গতি দয়া দানে। ১
পাপে তনু-তরী ভারি ভব-জীবনে,
অবশ্য ডুবিবে, ভয়ে ভাবি জীবনে,
হে ভবকাণ্ডারি! তার, পদতরী দানে,
ভব-রঙ্গ-সাঙ্গ-দিনে। ২
শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র অন্ত পায় না পুরাণে,
পুরাণ পুরুষ! তব তত্ত্ব কে জানে,
বাসনা রসনা রামের জীবনান্ত-দিনে,
কৃষ্ণ বলে ত্যজে প্রাণে। ৩

২২নং।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

এ দীনে করুণা করি, তার হে হরি দয়াময়।
না ঘুচিল পাপ-মতি সম্প্রতি শমনে যে লয়॥ ১

প্রবল ইন্দ্রিয়-গ্রাম, অপথে লয় অবিরাম,
স্মরিতে তোমার নাম, কভু না হয় মনে উদয়। ২
পূর্ব্ব-কৃত-কর্ম্ম-ফলে, জনমি মানব-কুলে,
রহিলাম তোমায় ভুলে, বিফলে হারালেম সময়।
ক'র্ত্তে তব উপাসনা, আসিয়ে কুচিন্তা নানা,
মনোমাঝে দেয় হানা, একি বিড়ম্বনা হায়!। ৩
কিসে তরিব ত্রিভঙ্গ! না করিলাম সাধুসঙ্গ,
না শুনি তব প্রসঙ্গ, তবু পাপাঙ্গ গতি চায়।
হর মম পাপ মতি, তব পদে দেহ মতি,
তবে ত রাম দুর্ম্মতি, চরমে মুকতি পায়। ৪

রাগিণী মঙ্গল বিভাস।—তাল ঢিমা তেতালা।

(রাজনন্দিনী পড়িল ধরায় ওমা তোরা ধর আয় ধর আয়) মধুকাণ।

ওই এল আসন্ন সময়, গতি দাও আমায় দয়াময়!
বিত্ত, পুত্র, জায়ার মায়ায় ভুলে না ভাবিলাম তোমায়। ১
দহে কলুষ-কৃশানু, ত্রিতাপে তাপিত তনু,
কৃপা করে বাঁচাও কানু! ভানু-সুত-ভয়ে আমায়। ২
কঠোর জঠর-বাসে পেয়ে যাতনা,
ভেবেছিলাম ভবে হরি! করিব সাধনা,
কুক্ষণে পড়ে ভূতলে, সে সব কথা গেলাম ভুলে,
মজিলাম মোহের ছলে, মুগ্ধ হয়ে তব মায়ায়। ৩

দাসে দিলে না সুমতি হে জগৎপতি!
তাই এ পতিত-চিত ধায় পাপ প্রতি,
হৃদয়ে করে বসতি, তুমি ত দিলে দুর্ম্মতি,
তাইতে রামের এ দুর্গতি, অন্তে গতি পায় যেন পায়। ৪

২৪নং।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল মধ্যমান।

(ধর্ম্ম-অবতার! রাখিলা কি ধর্ম্ম তার, গুরু-মারা বিদ্যা হে তোমার) মধুকাণ।

বৃথা এ সংসার, সুধই সংসার,
সার কেবল সেই সারাৎসার। ১
দারা পুত্র বিত্ত অসার, তারতো হবে না সুসার,
সার ভ্রমে সেবিলাম অসার,
যে সৃজিল বিশ্ব সংসার,
ভুলে রইলাম সেই সারাৎসার,
না চিনিলাম কি সার অসার। ২
শৈশবে শিক্ষার তরে শিক্ষক-তাড়না, (হরি!)
যৌবনে জীবিকা হেতু বিবিধ লাঞ্ছনা, (হরি!)
পূরে না ধন-আশা তৃষায়, রজ্জুবদ্ধ যেন নাসায়,
শকটবাহী বলীবর্দ্দ প্রায়, খাটিতেছি তনু ক্ষীণে,
শান্তিহীন প্রতিক্ষণে, কভু ত দেখিনে সুখ সার। ৩
রিপুবশে মন আমার, ধায় যে কুপথে, (হরি!)
সে অপথ পরিহরি, যায় না সুপথে, (হরি!)

মদমত্ত মন-করী, জ্ঞানাঙ্কুশ নাই কি করি,
তারে বাধ্য কেমনে করি,
দীনবন্ধু দীনদয়াময় ! চরণে মতি দাও আমার,
অন্তে রামে করিতে নিস্তার। ৪

২৫নং

রাগিণী পরজ বাহার।— তাল ঢিমা তেতালা।

(গঙ্গাতে কি পায়) মধুকাণ।

আমার হবে কি উপায়, (হায়) সে অসময় হে রসময় !
তুমি না তারিলে দীন নাহি ত্রাণ পায়। ১
কামাদি-রিপু-অধীন, পাপে রত অনুদিন,
ভজন-সাধন-হীন, না ভাবি তোমায়। ২
শৈশবে শিশুর সঙ্গে খেলাপ্রসঙ্গে,
যৌবন হইল গত কুরস-রঙ্গে, (এ এ)
এই চরমে পরম পদ, ভুলিয়া ভাবি সম্পদ,
না ভাবি ভাবী বিপদ, হরি-পদ হায় !। ৩
পতিতপাবন নাম ধরেছ পতিত উদ্ধারি,
তার এ পতিত জনে হে গিরিধারি !
সাধনে সাধকগণে, তরে যে সে নিজ গুণে,
তার এ পাপী নির্গুণে, স্বগুণে কৃপায়। ৪
অসার সংসার করেছি সার ওহে সারাৎসার !
না বুঝে সার ভ্রমে অসার ভেবেছি হে সার,

হরি ! একবার করি দয়া, হর হে সংসার-মায়া,
অন্তে দিয়া পদ-ছায়া, রামে রেখো পায়। ৫

২৮

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল ঠেকা।

(দেখিলাম তোমার জননী জনক আছে) মধুকাণ।

হায় ! কি করিলাম ভবে আসি, ভোগি পাপ-রাশি।
গুরু-দত্ত পরমার্থ ভুলে অর্থ ভালবাসি। ১
ব্যর্থ আত্ম-সুখ আশে, এ জীবন কাটি প্রবাসে,
এখন চিন্ত শ্রীনিবাসে, ত্বরা হয়ে তীর্থবাসী। ২
অধর্ম্ম আচরি কত অর্জ্জন-আশে অসার ধন,
অন্তর নির্ম্মল বিনা হয় না হরির চরণ সাধন,
তাই বলি বিষয়-বাসনা, ত্যজে তাঁর উপাসনা,
কর রে মন রসনা ! যদি হও মুক্তি-প্রয়াসী। ৩
হে কৃষ্ণ ! করুণা করি ক্ষমা কর এ কিঙ্করে,
যবে জীবনান্ত হবে, সঁপোনা শমন-করে,
বেদ-পুরাণে করি শ্রবণ, তুমি ত পতিতপাবন,
রাম পতিতে কর তারণ, জঠরে যেন না আসি। ৪

২৭নং।

বাউলের সুর।

(এই কি সে আর্য্য-স্থান আর্য্য-সন্তান) কাঃ ফঃ

(আমার) এবার এ মানব-জনম বৃথা যায়।
আমি কি করিতে কি করিলাম;
(মোহে মজে) (হরি !) না মজিলাম তব পায়। ১
যখন জঠরে ছিলাম, কষ্টে কত কাঁদিলাম,
ভবে এসে ভজিব বলে প্রতিজ্ঞা করিলাম,
পড়ে ভূমি-তলে, গেলাম ভুলে
(পূর্ব্ব) কর্ম্মফলে হায় রে হায় !। ২
বাল্য বিগত খেলায়, বিলাসে যৌবন যায়,
জরায় গ্রাসিল তনু এ বৃদ্ধদশায়।
এই চরমে পরম পদ হায় রে ! হারালেম হেলায়। ৩
আমার না দেখি উদ্ধার ওহে ভবকর্ণধার !
দুস্তর ভব-সাগরে নিস্তার এইবার।
হরি কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু ! অন্তে রামে রেখো পায়। ৪

২৮নং।

বাউলের সুর।

(মানুষ বড় কিসে ভাবি তিন বেলা) কাঃ ফঃ

ভবে আসা যাওয়া হল এক সমান।
আমি যাঁর উদ্দেশে ভবে এলাম,
(হায় রে) কল্লেম না তাঁর সন্ধান। ১

কত কীট পতঙ্গ পশু পাখী
হয়ে এলাম গেলাম কব বা কি, (ভাব্‌না)
শেষে মানুষ-বেশে ভবে এসে,
আমার ঘুচিল না পশুর জ্ঞান। ২
পশু আহারে বিহারে মত্ত, তারা না বুঝে পরম তত্ত্ব,
(হায় রে) আমার পশুর সনে প্রভেদ নাইতো,
(তবু) করি মানুষ ব'লে অভিমান। ৩
হায়! কি করিলাম ব'লে,
অতি কাতরে রাম কেঁদে বলে (হায়রে)
ওহে দীনবন্ধু! এ দীন ম'লে,
(শেষের সেই) ক'রো দুর্দ্দিনে দীনে ত্রাণ। ৪

২৯নং।

রাগিণী আলেয়া।—তাল আড়াখেমটা।

(যেওনা প্রেয়সি! ত্যজিয়ে আমায়) জুড়ী।

দেও আমায়, পদাশ্রয়, ওহে শ্যামবরণ!
আজি ভব-লীলা আমার হ'ল সম্বরণ। ১
এ ভব-কান্তারে, (শুধু) ভেবেছি কান্তারে,
হেম কাণ তারে, করি বিতরণ। ২
কিন্তু কর্ম্মক্রমে, জড় কর্ণ ভ্রমে
হরি! তব নামে, দেইনি কখন। ৩
হে অখিলপতি! রাম খল প্রতি,
চেয়ে ভবে গতি, কর নিবারণ। ৪

৩০নং।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল একতালা।

(মা সুরধুনি জগত-জননি শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি গঙ্গে !) নীলকণ্ঠ

সুধাংশুবদনি ! সরোজনয়নি !
কমলবাসিনি ! ধনদায়িনি !
এ ভব-বাজারে, দীন কি রাজারে,
তুমি হের যারে, সেই হয় মানী। ১
হে চঞ্চলা ! যারে না করি ছলনা,
কর দয়া-দৃষ্টি, শ্রীহরি-ললনা !
কি অভাব তার, এ বিশ্বে বলনা ?
(সে) অসাধ্য-সাধনা, করে জননি !। ২
তব দৃষ্টি যায়, সে হয় দৃষ্টিহীন,
হেরেনারে দ্বারে দাঁড়াইলে দীন,
অর্থি-আর্ত্তনাদে রয় উদাসীন,
শ্রুতিমূলে লীন, হয় সে ধ্বনি। ৩
তব কৃপাহীনে কেহ না সুধায়,
বৃথা জন্ম তার এই বসুধায়,
উদরান্ন-আশে ধনি-পাশে ধায়,
(ও সে) ক্ষুধানলে জ্বলে, দিন যামিনী। ৪
দিন খাটি খাই, পালি পরিজন,
নশ্বর ঐশ্বর্য্যে নাহি প্রয়োজন,

চায় মা! চরমে রাম অভাজন,
যেন হয় স্মরণ চরণতুখানি। ৫

৩১নং।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস।—তাল তেওট।

(দাঁড়াও হরি! এল প্যারী) মধুকাণ।

তার গো গঙ্গে সুরধুনি!
কলুষ-নাশিনি! শম্ভু-শির-বাসিনি!। ১
সুর-শৈবলিনি! শিব-সীমন্তিনি!
গতিপ্রদায়িনি! কাল-বারিণি!। ২
জীবে উদ্ধারিতে এলে ধরণী, এ পতিত জীবে হর-ঘরণি!
তার দয়া করে, শমন-কিঙ্করে,
ছোঁয় না যেন করে পাপ পরাণী। ৩
তব তীরে বাস, তব নীরে স্নান,
করি যেন গঙ্গে! তব জল পান,
অন্তে তব জলে, পাপ দেহ গলে,
ও পদ-কমলে, সাধ জননি!। ৪
রিপু-বশে কত করেছি মা! পাপ,
কৃপা করি নাশ তনয়ের তাপ,
পুণ্যবান্ তরে, নিজ ভাগ্য-জোরে,
পতিত রামেরে, তার তারিণি!। ৫

৩২নং।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস।—তাল তেওট।

(৩১ গানের সুরে)

মা সুরনদি! যা হয় বিধি
কর মা! করুণা করি, চরণে সাধি। ১
পাপী আমি বটে, আসি তব তটে,
নামে কলঙ্ক যে ঘটে, না তার যদি। ২
ধুই পাপ-ধূলি, তুলে লও কোলে,
ক্ষমা করি সুতে এ অন্তকালে,
খেলা দেখিবারে, পাঠা'ও না ফিরে,
পার করি আমারে, ভব-জলধি। ৩
এলাম তব তীরে, পুরাণে শুনি,
তার পতিতেরে, পতিতপাবনি!
রাম ত পতিত, পাপী বাক্যাতীত,
হ'লেম চরণে পতিত, আজ অবধি। ৪

৩৩নং।

রাগিণী জঙ্গলা।—তাল একতালা।

(কাজ হারালেম কালের বশে) রামপ্রসাদ।

আমায় নিতে নারিবে শমন!
আমি যুগল রূপে সঁপেছি মন। ১
তরিল সে অজামিল, জগাই মাধাই পাপী দু'জন।
তাঁর নাম স্মরণে, আমি কেনে, তরিব না হ'য়ে অভাজন। ২

পতিত পদে পতিত ব'লে ত্রাণ করিবেন পতিতপাবন।
জলে, অনলে, ভূধরে, বিষে, করি-করে,
রক্ষা করে তাঁর নিলে শরণ। ৩
রামের ঘরে বিরাজ করেন, সহ রাধা রাধারমণ।
তাঁর চরণ-অমৃত-পানে হয়েছে কলুষ-মোচন। ৪

৩৪নং।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

(ঘন ঘন ঘটাচ্ছটা স্থির দামিনী কামিনী কামান্ত-উরে) রাজা রামকৃষ্ণ।

হের রে মানস মোর! বারিদবরণে, বিহরে কদম্বমূলে।
বামে বৃকভানু-বালা যেন রে বিজলী খেলে। ১
মুনি-জন-মনোহরণ, যিনি রক্তাম্বুজ-চরণ,
নখরে শশাঙ্ক-কিরণ, (হেরি) চকোরে ভ্রমরে ভোলে। ২
শিরে শোভে শিখি-পাখা, ললাটে তিলক-রেখা,
মুখ পূর্ণচন্দ্র-লেখা, শোভে অলকায়,
অধরে অরুণ-ভাতি, কুন্দ যিনি দন্তপাঁতি,
চিকুর পয়োদ-কাঁতি পৃষ্ঠোপরে চারু দোলে। ৩
বন-মালা দোলে গলে, পদাঙ্ক হৃদি-কমলে,
পীতধড়া কটিমূলে, তড়িত প্রভায়।
শ্রীবৎস-শোভিত তনু, কমল-করে বিনোদ বেণু,
কুণ্ডল-দ্যুতি কৃশানু, দোলে শ্রুতি-যুগ-মূলে। ৪
পঙ্কজ-দল নয়ন, শোভে বঙ্কিম বয়ান,
সতত করে ধেয়ান যোগী সকলে।

রামের বাসনা মনে, যবে লইবে শমনে,
যেন হৃদি-পদ্মাসনে, হেরি মূরতি-যুগলে। ৫

৩৫নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

(নীলবরণী, নবীনা রমণী, নাগিনী-জড়িত-জটা-বিভূষণী) রাজা শিবচন্দ্র।

রূপ মনোহর, যিনি শশধর, বদন সুন্দর, আঁখি ইন্দীবর,
নব-জলধর-শ্যাম কলেবর, অধরে মোহন মুরলী বাজে।
লোহিত চরণ স্থলপদ্ম বলি,
মধু-আশে আসি পড়ে তায় অলি,
হের রে মানস! হয়ে কুতূহলী,
যোগি-হৃদে যাহা সদা বিরাজে। ১
কটিতটে শোভে পীত বসন,
নীরদে বিজলী যেন দরশন,
শোভে সুবদনে বিশদ দশন,
শিখি-পাখা-চূড়া শীর্ষে সাজে। ২
গোলোকবাসিনী নারী-শিরোমণি,
নীলাম্বরী বিজলী-বরণী, ব্রজে বৃকভানু-নন্দিনী
জগত-বন্দিনী বামে বিরাজে। ৩
জিনি শতদল, শ্রবণে কুণ্ডল,
অতি নিরমল, করে ঝলমল,
ভাব রে রাম! হরি মনোমল,
ও রূপ-যুগল হৃদয়-মাঝে। ৪

৩৬নং।

রাগিণী হাম্বীর।—তাল কাওয়ালী।

(দেখা দাও হে শ্রীহরি)

কিবা অপরূপ হেরি, ত্রিপুরারি-বংশী-ধারী,
রাজে এক দেহ ধরি। ১
আধ রজত-আভা, আধ পয়োদ-বিভা,
মরি মরি কিবা শোভা! যোগি-জন-মনোহারী। ২
এক পদ ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশে অঙ্কিত,
অন্য পদ রক্ত-কোকনদ-সুলাঞ্ছিত,
আধে বাঘাম্বর সাজে, আধে পীতাম্বর রাজে,
হাড়মালা পুষ্পস্রজে, উরসে শোভিছে মরি। ৩
ডমরু দক্ষিণ করে, সব্যে শোভে বাঁশী,
ঢুলু ঢুলু এক আঁখি, আন অক্ষে হাসি,
আধ কণ্ঠে বিষ জ্বলে, আধে মণি উজলে,
আধ ইন্দু শোভে ভালে, আধ মলয়জধারী। ৪
দক্ষিণ শ্রবণে শোভে ধুত্তুরার ফুল,
সুবর্ণ-কুণ্ডলে শোভে বাম শ্রুতিমূল,
আধ শিখি-পুচ্ছ-ছটায়, আধ শির শোভিত জটায়,
সুরধুনী-ধ্বনি আধায়, আধ বক্র-কেশ-ধারী। ৫
শ্যাম-হরে হেরে ডরে, অন্তরে শমন,
স্মর স্মরহর-হর-কালীয়দমন,
ছোবে না যম-কিঙ্করে, একান্তে শ্যাম-শঙ্করে,
ভাব রাম! যুক্ত করে, দোঁহে দিবা বিভাবরী।

৩৭নং।

আগমনী।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস।—তাল তেওট।

(দাঁড়াও হরি এল প্যারী) মধুকাণ।

উঠ গিরিরাজ! নিশি পোহায়।
মিনতি করি শঙ্করী আনগে ত্বরায়। ১
সদা হেরি তারে, এ সাধ অন্তরে,
তবু বৎসর-অন্তরে, আননা উমায়। ২
একি পুত্র মম নিমগ্ন জলে, তার শোকে সদা এ তনু জ্বলে,
না হেরে কুমারী, মনোদুখে মরি,
আনিয়া কুমারী, বাঁচাও আমায়। ৩
মা নয় নন্দিনী, জগত-বন্দিনী, কহে ঋষি মুনি, পুরাণে শুনি,
হইয়ে পাষাণ, রাম! তারে না জান,
মন্মন্দিরে আন, সে কাল-জায়ায়। ৪

৩৮নং।

আগমনী।

রাগিণী পরজ বাহার।—তাল ঠেকা।

(কে আলি আমার রতনমণি) মধুকাণ।

এলি কি আমার প্রাণের উমা, কই তোমা।
যে দুখে মোর দিন গত মা!
দেখ্‌তে বয়ান, কাঁদ্‌ত নয়ন, সদা দিবস ত্রিযামা। ১

বাসনা করে অন্তরে, সদা হৃদে রাখি তোরে,
এলি তাই বৎসরান্তরে, মনে কি ছিল ব'লে মা। ২
একি বেশ হেরি মোহাবেশ হয়ে সবাকার,
প্রাণ পায় পূজিতে পদ সবে শবাকার,
দক্ষে সিদ্ধিদ গণেশ, বামে সেনানী শূরেশ,
বিষ্ণু-শক্তি উভদেশ, মাঝে হরমনোরমা। ৩
দশ করে কেন মা! তোর হেরি প্রহরণ,
দিতি-স্তুত-সেনা-সনে আর কি হবে রণ?
কত দৈত্য ধরা মাঝে, লাঞ্ছে, নরেন্দ্র-সমাজে,
রামে বাম তুমি মা! যে, তার পানে আর কেবা চায় মা!। ৪

৩৯নং।

অবস্থিতি।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল তেতালা বা জৎ।

(শুন গো মা দেখ মা এই বিপদে) মধুকাণ।

থাক গো মা! প্রাণ উমা! মোর আবাসে।
(তুমি) লও মা! পূজা, দশভুজা! মম মানস-বাসে। ১
বৎসরান্তে আসি মাত্র থাক তিন দিবসে,
(আমার) পূরে না আশ ক'রে নিরাশ ল'য়ে যায় কৃত্তিবাসে। ২
পূজে তোমা, হর-রমা! বধে রাম লঙ্কেশে,
দেহ শক্তি, হর-শক্তি! নাশিতে রিপু-রসে,
নাই বিলম্ব জগদম্বা! যাইতে যম-বাসে,
(মোরে) দয়া করি, হে শঙ্করি! নাশ শমন-সন্ত্রাসে। ৩

(আমার) মনের বেদন, এই নিবেদন, জানাই তব সকাশে,
দেহ পদে মতি, ও মা সতি ! কৃপা-কণা প্রকাশে;
সতত অসাধু-সঙ্গে ভ্রমিলাম মায়াবশে,
তাই তব নাম, লইতে রাম, ক্ষান্ত নিশি-দিবসে। ৪

৪০নং।

আলেয়া।

ব্রহ্মময়ি পরাৎপরে ! আজ সম্বৎসর পরে
পাপপুরে আইলা জননি !
পূরাতে দাসের আশা, হৃদাবাসে কর বাসা,
এই ভিক্ষা যোগেন্দ্র-ঘরণি !। ১
কি দিয়ে পূজিব তোমা, সকলি ত তোমার মা!
তুমি ত্রিজগতপ্রসবিনী।
নাহি কোন উৎযোগ, কি দিয়ে তোমার ভোগ,
দিব গো মা নগেন্দ্রনন্দিনি !। ২
চাও ভক্তি, তাও নাই, পদে সকল জানাই,
হর-শক্তি ! মোরে ভক্তি দেহ।
ভক্তিতে ডাকিলে তোরে, অশেষ পাতকী তরে,
শিব-বাক্যে নাহিক সন্দেহ। ৩
লও মা ! দাসের পূজা, জগদ্ধাত্রি ! দশভুজা !
দয়া করি রামের আবাসে।
ম'জে অসার সম্পদে, না ভাবিনু তব পদে,
অন্তে পদে স্থান দিও দাসে। ৪

৪১নং।

রাগিণী আলাইয়া।—তাল আড়া।

দীনাবাসে দয়াবশে যদি এলে দীনতারিণি !
পাপাধারে, মূলাধারে, জাগ কুল-কুণ্ডলিনি !। ১
গুহ, গণেশ, ভারতী, কমলা, তব মূরতি
পরিহরি দেখাও সতি ! রূপ ব্রহ্মসনাতনি !। ২
তুমি আছ সহস্রারে দেখি না মা ! মায়া-ঘোরে,
কুণ্ডলিনী মূলাধারে, ঘুমায়ে আছে জননি !।
কুণ্ডলিনী যেন জাগে, বজ্রাখ্যা নাড়ীর যোগে,
স্বরূপ দেখিতে মাগে, দাসের পিপাসু প্রাণী। ৩
স্বাধিষ্ঠান-লিঙ্গ-মূলে, মণিপুর নাভিস্থলে,
অনাহত হৃৎকমলে, বিশুদ্ধাখ্য কণ্ঠে জানি।
আজ্ঞাচক্রে গুরু-স্থান, চিনে না রাম অজ্ঞান,
কেমনে পাইবে ত্রাণ, ওমা ত্রিলোকত্রাণকারিণি !। ৪

বিজয়া।

পয়ার।

(ললিতে গীত)

কুক্ষণে নবমী-নিশি প্রভাতা হইল।
গিরি-রাণী কেঁদে বাণী বলিতে লাগিল। ১
কেমনে মা ! উমা বিনে রহিব এ পুরে।
তিন দিন থাকে উমা বাসনা না পূরে। ২

অন্ধকার হেরি গিরি উমা না হেরিয়া।
ফাটে বুক মনোদুখ নিবারি কি দিয়া?। ৩
একমাত্র পুত্র মম ডুবে সিন্ধু-জলে,
তার শোকানলে সদা পাপ তনু জ্বলে। ৪
পাশরি পুত্রের শোক উমারে নেহারি,
বাম হ'য়ে বাদ তাহে সাধে ত্রিপুরারি। ৫
কে আর প্রভাতে উঠে ধরিয়া অঞ্চলে,
বেড়াইবে সাথে সাথে খেতে দে মা বলে?। ৬
ধরণী-পতিতা হ'য়ে গিরি-রাজ-রাণী,
কহে কেঁদে গিরি-প্রতি শিরে কর হানি। ৭
রাণী বলে হিমালয়ে,
উমা যায় প্রাণ লয়ে। ৮

৪২নং।

বিজয়া।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঢিমা তেতালা।

(শুন মা জনম কথা) মধুকাণ।

কয় কেঁদে গিরি-মহিষী, যায় উমা শশী,
পোহালে নিশি (ই ই ই ই)। ১
সপ্তমী অষ্টমী ছিল, সুখে দু'দিন গত হ'ল,
নবমী-নিশি পোহা'ল, দুঃখে যে ভাসি। ২
কেমনে রহিব ঘরে উমা বিহনে,
গিরিপুর হবে শ্মশানপুর মরিব দহনে।

তো বিনে রব কি করি, হাতে ধরি বিনয় করি,
যাস্‌নে ওমা! শঙ্করি! মায়ে বিনাশি। ৩
যাবে যদি মায়ে বধি কও অকপটে,
সদা দেখা দিবি মা! মোর মানস-পটে,
ঘুচাতে মায়ের বেদন, আসিবি করিলে বোধন,
রাম যবে হবে নিধন, হেরো তায় আসি। ৪

৪৩নং।

বিজয়া।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

(এই যে ছিল কোথা গেল কমলদলবাসিনী)

উমা বিনে এ ভুবনে রব হে গিরি! কেমনে?
সদা প্রাণ কাঁদে মম, গিরিজারে প'ড়ে মনে। ১
সবে মাত্র এক কন্যে, মা বলিতে নাহি অন্যে,
জ্বলে প্রাণ গৌরী-জন্যে, বাঁচি লইলে শমনে। ২
নিশি-শেষে দেখি স্বপন, শঙ্কর করেছে পণ,
ল'য়ে যাবে উমা-ধন, প্রাতে কৈলাস-ভুবনে।
বল্লেম বৃথা বারে বারে, উমারে না যাইবারে,
উমা আমারে নিবারে, বলিবারে ত্রিলোচনে। ৩
চলিল যদি শঙ্করী, বল গিরি! আর কি করি?
দেহ চিতা-সজ্জা করি, প্রবেশি মরি দহনে।
শোক হেরে মেনকার, পুরীময় হাহাকার,
নাম বলে কেবা কার, সুতা মাতা ভাব মনে। ৪

৪৪নং।

জয়-বিজয়োক্তি।

রাগিণী বেহাগ।—তাল একতালা।

(সখি ! শ্যাম না এলো)

তবে যাই শ্রীহরি !
ছিলাম হরিষে বৈকুণ্ঠ-বাসে,
তোমার সকাশে, কিসে পরিহরি। ১
আমা দোহাঁ-দোষে রোষে ঋষিগণ,
লোহিত-নয়নে নিকলে আগুন,
আজি তাহে দাহ হ'লাম হে নির্গুণ !
হ'য়ে তব পুর-প্রিয়-প্রহরী। ২
বিরিঞ্চি বাসব অথবা সে ভব,
বাঞ্ছে তাঁরা তব বৈকুণ্ঠ-বিভব,
পুণ্যে সে বিভব, ভুঞ্জি হে মাধব !
হারালাম হেলায়ে মরি।
নরদেহ ধরে জ'ন্মে ধরাপরে,
হে অশিব-হারি ! আসিব কি পরে,
নাশিবে ত সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরে,
ত্রিযুগে ত্রিজন্মে হইয়ে অরি। ৩
কহে রামজয়, হে জয় বিজয় !
ভয় যায় সদা ভেবে মৃত্যুঞ্জয়,
তাঁর করে দোঁহে হ'য়ে পরাজয়,
হবে ফিরে স্বরূপ তাঁরি।

আমি ত তাঁহ'তে হইয়ে পতিত,
আশী লক্ষযোনি ভ্রমি' হই পতিত,
পর ভাবি তাঁয় যুগ যুগাতীত,
হায় রে! তবু ত মুকতি না হেরি। ৪

৪৫নং

বিষ্ণু-উক্তি।

রাগিণী সুরট।—তাল ঝাপতাল।

(মন মানস সদা ভজ) দাশরথি।

যারে তোরা ত্বরায় ধরায়, কি দুখ নৃরূপ পরায় ধরায়,
ঋষি-বাক্য রক্ষা করায়, স্বরূপ পাবে পুনরায়।
এ তত্ত্ব না বলিও কা'য়, নাশিব দৈত্য-রক্ষ-কায়,
দ্বাপরে গিয়ে দ্বারকায়, তারিব নাশি নর-কায়। ১
তোরা রে ভক্ত বাছাধন, মর্ত্ত্যে যেতে মনে বেদন,
ভেবো না করো না রোদন, আমিও যাব ধরায়।
হরিব বসুধা-ভারে, বিনাশি পাপি-নিকরে,
কহে রাম যুক্ত করে, মুক্ত ক'রো মোরে কৃপায়। ২

৪৬নং।

অক্রূরের প্রতি ব্রজ-গোপী।

রাগিণী বিভাস।— তাল একতালা।

(রে কোকিলে বসে তমালে) মধুকাণ।

হে মুনিবর! শ্যাম-কলেবর, লয়ে যাও যদি মথুরাপুরে।
তব গোপী কুল, হ'য়ে শোকাকুল, ত্যজিব জীবন তব গোচরে। ১

মোদের অন্য কাজ নাই, যে হ'তে কানাই
নিরখিনু মোরা নন্দপুরে।
(মুনি হে ! কৃষ্ণে না হেরিলে মরি প্রাণে)
গেলে গো-চারণে, গহন-কাননে,
যেতাম কানু-সনে বন-প্রান্তরে,
অন্ধকার হইবে গোকুল, গোকুলবাসী হ'বে আকুল,
তৃণাহার ত্যজিবে গোকুল, শুক-সারী-কুল র'বে কাতরে। ২
আর মা যশোদা, কেঁদে কেঁদে সদা,
বেড়াবে বিপিনে কৃষ্ণে না হেরে,
(যশোমতী ঘুমালে গোপালে স্বপনে হেরে)
হবে নিরানন্দ, নন্দ উপানন্দ,
নয়ন-আনন্দ নন্দন-তরে।
যেও না বধে রমণী, গোপাল লইয়ে মুনি !
রাম বলে গোকুল-রমণি ! গোকুলের মণি,
আসিবে ফিরে। ৩

৪৭নং।

উদ্ধবের প্রতি ব্রজ-গোপীর উক্তি।

রাগিণী অহং।—তাল একতালা।

(প্যারি ! কার তরে আর গাঁথ হার যতনে) দাশরথি

কিবা আর, দেখিবার, এলে ছার গোকুলে !
বিনা সে বাঁশরী-ধারী,
মোরা হাহাকারে কাঁদি গোপী সকলে। ১

(দেখ) সবে নিরানন্দ, যশোমতী, নন্দ,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ, কানাই ব'লে।
সে নীলরতন, বিনে অচেতন, পাপ-গোপ-গোপিনী-দলে।
ত্যজে তৃণ-বারি, নেত্র-বারি গোকুলে। ২
(আছে) সখেদে অসুখে, হের সারী শুকে,
দুখে রয় শিখি-শিখিনী-কুলে। ৩
বিনা জলধর, ম্লান ধরাধর, লতা তরু সকলে।
কৃষ্ণে দিতে ব'লো কূল রামে অকূলে। ৪

৪৮-নং।

ঊষা অনুরুদ্ধকে স্বপ্নে দর্শনে।

রাগিণী অহং।—তাল তেউট।

(চিত্র লিখিলাম নয়ন-কজ্জলে) গোবিন্দ অধিকারী।

কি রূপ হেরিলাম সখি! স্বপনে,
হেন অপরূপ নাই ত্রিভুবনে। ১
নব-নীরদ-কান্তি-তনু, ভ্রূযুগ স্মর-ধনু,
পীত-বাস শোভে সুতনু,
যেন তড়িত জড়িত নব-ঘনে। ২
(দোলে) বন-মালা গলে, শ্রবণে হেম-কুণ্ডলে,
শোভে শির চারু কুন্তলে,
রত রমণে নিশীথে মম সনে। ৩

৪৯নং।

অর্জ্জুনোক্তি।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাপতাল।

(এমনি মনোমোহনরূপে ওহে মদনমোহন !)

মরি রে দ্বারকা-পুরী, পরিহরি হরি চলিল।
সুবিপুল, হরি-কুল, অকালে কাল নাশিল।
(ধরা অন্ধকার হইল)। ১
আমি এ দুখ আর জানাব কায়, নিরখিতাম যে দ্বারকায়,
বিরাজিত জলদ-কায়, সহ মহিষীমণ্ডল।
জিনি অলকা, হেন দ্বারকা সিন্ধু-নীরে ডুবিল। ২
ধিক্-ধনঞ্জয়-জীবনে, দহিল খাণ্ডব-বনে,
যে গাণ্ডীব শরাসনে, ভীষ্ম দ্রোণে দমিল।
আজ্ রাখ্‌তে নারি, হরি-নারী, দস্যুদলে হরিল।
(আমি ধনু ধরিতে না পারিলাম, কৃষ্ণ-নারী হারাইলাম)। ৩
গত রঘুপতি, যদুপতি, চারুপুরী দ্বারাবতী,
তবু রাম ভ্রান্তমতি মায়ামোহে মজিল।
তেঁই সে সার ভ্রমে অসার সংসারে মাতিল !
(এ জীবন বিফলে গেল)। ৪

৫০নং।

ধর্ম্মরাজের প্রতি অর্জ্জুন।

তাল তেওট।

(কবির সখি-সম্বাদের স্থর।)

(চিতান)

শ্রীকৃষ্ণের নারী সাথে, দস্যু হাতে, হ'য়ে পরাজয়,
হারায়ে নারীকুল, শোকে হ'য়ে আকুল,
হলেন হস্তিনায় উদয় ধনঞ্জয়।
পার্থ কেঁদে কহে কর-পুটে, ধর্ম্মরাজের সন্নিকটে,
আঁখি-জলে ভেসে যায়।
বলে যাতনায় বিদরিয়া যায় হৃদয়,
আমি গিয়ে দ্বারকাতে, সে যদুনাথে,
অবসন্ন বাণাঘাতে, ধরায় প'ড়ে জলদ-কায়।
আমায় বলিলেন "সখে ! বড় অসময়।
যত যাদবে অকালে কাল নিল হরি"।

(মুখ)

দেখে হলাম আকুল, হত শ্রীহরি-কুল,
ধরাধাম ত্যজিলেন হরি।

(অন্তরা)

শূন্য হয়েছে দ্বারকা, বজ্র বাঁচে একা, কারু না পাই দেখা,
সিন্ধু-সলিলে ডুবিল দ্বারকাপুরী।

(খাদ অন্তরা)

ষোড়শ সহস্র সঙ্গে নারী।
আমি আরোহিয়া দিব্য রথে, গাণ্ডীব ধনু তূণ সাথে,
আসিতে পথে, ধরে দস্যুতে করে হরি-বনিতে,

হায়! সে ধনু ধরিতে নারি, রণে অরি-সনে হারি,
কৃষ্ণ-নারী, রাখ্‌তে নারি, দস্যু-দলে লয় হরি।
হেরে কাতর রোদন, ব্যাস তপোধন
নিভায় দুখানল, প্রদান করি প্রবোধ-বারি।
(ঝমুর)
আর কি আশে আবাসে রব হে পাণ্ডুপতি!
আমাদের পরম গতি, ছেড়ে গেছে যদুপতি,
চল হে! চল সম্প্রতি, যথা শ্রীপতি।
(পর চিতান)

৫১নং।

চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগে শচীর খেদোক্তি।

রাগিণী ললিত।—তাল একতালা।

(ওরে রজনি! তুই আজ পোহালে এ প্রাণান্ত) দাশরথি।

নিশি-শেষে, রে আবাসে ছেড়ে গেছে শ্রীচৈতন্য।
পুত্র-জায়া, কাঞ্চন-কায়া, বিষ্ণুপ্রিয়া অচৈতন্য। ১
শোকানলে, তনু জ্বলে, বাঁচি মলে, অতি তূর্ণ।
আহা মরি! শূন্য হেরি, এই পুরী, গৌর ভিন্ন। ২
বিরূপ হা! বিশ্বরূপ, গত পুত্র বিশ্বরূপ,
হেরিয়া চৈতন্য-রূপ, মায়ায় ছিলাম আচ্ছন্ন।
পতি সুখী, পুত্রে রাখি, মুদি আঁখি, হন উত্তীর্ণ।
অভাগিনী শচী বাঁচি, হ'তে আছি এ বিপন্ন। ৩
ভাসায়ে শোক-সাগরে, জায়া, জননী, আগারে,
গেলে তুমি কোথাকারে, মায়া-পাশ করি ছিন্ন।

তার এই গতি, যার প্রতি, রমাপতি সুপ্রসন্ন।
ত্যজে বাসে, পীতবাসে, ভালবেসে, হ'লাম ধন্য। ৪

৫২নং।

প্রাকৃতিক।

প্রভাত-বর্ণন।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল তেতালা।

(পড়িয়ে অকূলে আকুল কুল যায়)

কি শোভা পূরব-গগনে দেখা যায়।
নবোদিত অরুণে উষায়। ১
নিশা-অন্তে কুমুদিনী, সরোবরে বিষাদিনী,
আছে বিকশিত হেরি ম্লান শশধর।
কমল আনন্দে ভাসে দেখি দিবাকর।
পুলকে হাসিল রবি, সলিলে লোহিত ছবি,
শশীর রজতচ্ছটা সরসী-নীরে, শোভা হেরে নয়ন জুড়ায়। ২
দেখে দেব দিনমণি, যত নিশাচর প্রাণী,
শার্দ্দূল, কুরঙ্গ রঙ্গে পশিল আলয়।
চক্রবাক-মিথুনের জুড়াল হৃদয়।
ত্যজি নীড় তরু-শাখে, বিহঙ্গম লাখে লাখে,
কূজনি উড়িল কেহ পড়িল ধরায়।
হংস কারণ্ডব জলে ধায়। ৩

এ হেন সময় বিভু ! তোমার মহিমা কভু,
হেরি না স্মরি না মোরা মূঢ় এ ধরায়।
অনুদিন তনুক্ষীণ আয়ুহীন হায় !
না ভাবিয়া পরকাল, কুকাজে কাটাই কাল,
অদূরে দাঁড়ায়ে কাল, গ্রাসিতে আমায়।
ভ্রান্ত রামে অন্তে রেখো পায়। ৪

৫৩নং।

রাগিণী কানেংড়া।—তাল কাওয়ালী।

(এত দিন পরে বুঝি দাসীরে) অজ্ঞাত।

কি দিয়ে গড়িল বিধি কামিনী-কুচ-যুগলে।
শরীর শিহরে হেরে, শীতল হৃদে লাগিলে। ১
শিশু দেখে সুধাকর, কামী কাম-উপচার,
চারু সৃষ্টি বিধাতার, হেরে প্রেমে যোগী গলে। ২

৫৪নং।

রাগিণী বিভাস।—তাল তেতালা।

(শ্যামের প্রেমে কেবা না মজেছে) মধুকাণ।

নারীর মোহে, কেবা না মোহিত সুরাসুর নরে
গিয়ে দক্ষালয়ে, সতী-দেহ ল'য়ে,
সদানন্দ ভব ভ্রমণ করে। ১
সাগর মথিয়া, উঠিলে অমিয়া,
দেখে মত্ত-চিত্ত দৈত্য-অমরে,

মোহিনী হেরিয়া, জ্ঞান হারাইয়া,
সে সুধা না পিয়া, মরে অসুরে।
নয় রে মানব শুধু, দেবেন্দ্র, বাসব, বিধু, পিয়ে বিষ-ভ্রমে মধু,
মরে উপসুন্দ, সুন্দ দ্বন্দ্ব ক'রে। ২
(দেখ) সংসার-বিরত, সাধন-নিরত,
যোগী ঋষি কত, গিরি-কন্দরে।
ভুলে আত্ম-হিত, হেরে বিমোহিত,
সুর-নারী-রূপে, মজে সংসারে।
ভেব না আর সোণা শাড়ী, ভ্রান্ত রাম কান্তা ছাড়ি,
হইয়ে কান্তারচারী,
চিন্ত চিন্তামণি, নিশি-বাসরে। ৩

৫৫ নং।

রাগিণী আলিয়া।—তাল আড়াঠেকা।

(কাল কালিয়া-রূপ অনেকে ধরে)

শিখ রে মানস মম ! নারিকেল তরু স্থানে।
কৃতজ্ঞতা কারে বলে বারেক হের নয়নে। ১
ইতিহাসে না জানে কে, দেখেছে ভবে অনেকে,
কত না উপকারীকে, কৃতঘ্ন বধেছে প্রাণে। ২
দেখ ! ঐ তরু উদরে, মরি কি আদরে ধরে,
আপন পালক-তরে, সদা কৃতজ্ঞতা-ধনে।
পাইয়ে পঙ্কিল জল, প্রদানে পেয় সুনির্ম্মল,
পূরিয়া রাখে স্ব-ফল, শিরে ক'রে সযতনে। ৩

কৃতজ্ঞতা-অলঙ্কার, পর, নর ! সবাকার,
স্মর কৃত-উপকার, কখন ভুলো না মনে।
ভবে যিনি করেন প্রেরণ, ভুলো না রাম ! তাঁহার চরণ,
সতত কর রে স্মরণ, সে রাধা রাধারমণে। ৪

৫৬নং।

রাজনৈতিক।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী প্রতি।

জুবিলী-উপলক্ষে বোয়ালিয়ায় গীত।

(৫৫ নং গানের সুরে)

কর করুণা তাঁর, হে বিশ্ব-আধার !
ভারত-ঈশ্বরী প্রতি ঈশ্বর ! এবার।
দাও দীর্ঘ আয়ু তাঁর, পূর বাসনা সবার,
ভারতের সুখ আর, হউক বিস্তার। ১
যাঁর সুশাসনে ভবে, আছি শান্তি-সুখে সবে,
রাম-রাজ্য-স্মৃতি এবে, সদা জাগে সবাকার।
অর্দ্ধ শত বর্ষ গত, সুশাসন-ফল যত,
গাইব কেমনে মাতঃ ! গত অজ্ঞান-আঁধার। ২
জনম আর্য্যের কুলে, রাজ-ভক্তি হৃদি-মূলে,
পূজি রাজে ভক্তি-ফুলে, এই চির-আর্য্যাচার।
দেব-ভাবে ভাবি রাজে, কথামাত্র নহে, কাজে,
দেখ ভক্তি হৃদি-মাঝে, উচ্ছ্বাস এবার। ৩

নর নয় শুধু জলধি, দৌত্যে রত নিরবধি,
ধরণী বিদারি হৃদি, দেয় রত্ন উপহার।
নগেন্দ্র দুয়ারী হ'য়ে, আছে স্থির দাঁড়াইয়ে,
তোমারি মহিমা গেয়ে, প্রেমে গলে হৃদি তার। ৪

৫৭নং।

লর্ড রিপণ-উপলক্ষে।

রিপণ-সঙ্গীত।

রাগিণী লপেটা।—তাল আড়াখেমটা।

(কাঙ্গাল ফকিরচাঁদের ১নং গানের সুরে)

হেন রাজ-প্রতিনিধি, দিলে বিধি! ভারতের সুদিনের তরে।
এ পতিত দেশে আসি, রিপণ ঋষি,
তোষিলেন ভারতবাসীরে।
লিটনী নয় আইনে, নাশি প্রাণে,
বাঁচালে দেশী ভাষারে।
(হে দয়াময়!) ১
হেরে এ পতিত জাতির ঘোর দুর্গতি,
স্বায়ত্ব-শাসন-প্রচারে।
শিখাবে রাজ্য-শাসন, করিলে মনন, তোমার পূত-অন্তরে। ২
ইংরাজের বিচার-ভার, দেশী সবার প্রতি দিতে মনন করে।
স্বদেশীর বাক্য-বাণে, কুসুম জ্ঞানে,
সহিলে সে তিরস্কারে।
(হে সুধীবর!) ৩

কৃষকের কষ্ট দেখে, দ্রবি দুখে, তারিতে তারে দুস্তারে।
করিলে কর-বিধি, গুণনিধি! তাহে বাদী, জমিদারে॰।
(কৃষকের কপাল-গুণে) ৪
প্রজারঞ্জন-গুণে, দেশিগণে, বাঁধা তোমার প্রেমের ডোরে।
ঘুচাও সে অস্ত্র-বিধি, গুণনিধি! এ কু-বিধি কিসের তরে।
(ওহে! তোমার সময়) ৫
ঈশ্বরের সন্নিকটে, করপুটে, তোমার কুশল কামনা ক'রে।
রাম আজ হলো বিদায়, সঁপিয়ে পায়,
প্রাণের ভাই বঙ্গবাসীরে।
(কর ধর্ম্মে যা হয়) ৬

৫৮নং

সামাজিক।

ভারত-ভূমি।

রাগিণী ললিত-খাম্বাজ।—তাল আড়া।

(যার জন্যে জগত-মান্যা ছিল এই বসুন্ধরা) মতিরায়।

যাঁর জন্যে, জগত-মান্যা, ছিলে মা! ভারতভূমি।
সেই যোগী, ঋষি, জ্ঞানী, মুনি, কোথা রেখেছ মা! তুমি। ১
যে আর্য্যের বীর্য্য-বলে, ছিলে পূজ্য ভূমণ্ডলে, (সে দিন)
স্বর্গ ত্যজি আখণ্ডলে, আসিত এই পূত-ভূমি। ২
বীর-ক্ষত্র-নরবরে, অযুতে অদীনান্তরে,
দিয়ে প্রাণ তব তরে, হইত ত্রিদিবগামী।
ছিল বিধি সুপ্রসন্ন, ধরণীতে ছিলে ধন্য,
ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ, সুখ-শান্তিময়ী তুমি। ৩

বিদেশী পরিব্রাজকে, প্রশংসিত শতমুখে,
অতুলনা তিন লোকে, ছিলে মা ! তখন তুমি।
আর সে সরস্বতী-তীরে, সমুচ্চ-গম্ভীর-স্বরে,
বেদব্যাস না উচ্চারে, বেদের প্রণব-ধ্বনি। ৪
বীর-ক্ষত্র-সুত গত, তুমি পর-পদানত,
কেন হেন বাম মাতঃ ! তোর প্রতি সে অন্তর্যামী ?
নাই সে ধন-ধান্য আর, অন্ন বিনা হাহাকার,
ঘেরেছে মা ! গা তোমার, গভীর আঁধার-তমী। ৫
পরি অনেকতা-হারে, অধীনতা-অন্ধকারে,
ডুবাইল চিরতরে, তোর সুত যে স্বার্থকামী।
তোর দুঃখ ঘুচাইবার, কি আছে মা ! শক্তি আমার।
ত্যজি মাত্র নেত্র-আসার, কুলাঙ্গার রাম আমি। ৬

৫৯নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

(নব জলধর, রাম রঘুবর, বিরাজে অযোধ্যা-মাঝে) মনোমোহন বসু।

আর কত দিন, জীবন-বিহীন, রহিবে ভারতবাসি !
স্বর্ণভূমি ছিল ভারত-জননী,
শোভিত হৃদয়ে রতনের খনি,
সে ভারত হায় ! আজ কাঙ্গালিনী, কাঁদিছে দিবস-নিশি। ১
ধন-ধান্য-পূর্ণ ছিল যেই দেশ,
সে দেশের হায় ! হেন হীনবেশ,
দুর্ভিক্ষ-দহনে যাতনা অশেষ, ভুগিছে মানবরাশি। ২

তাঁতি, শঙ্খকার, কাঁসারী, কামার,
অন্ন বিনা সবে করে হাহাকার,
তাদের সামগ্রী না বিকায় আর, দেখে দুখ-নীরে ভাসি। ৩
তুমি যদি দেশী বস্ত্র না পরিবে,
কার তরে তাঁতি বসন বুনাইবে,
খাইলে (কে দেশী রন্ধন শিখিবে) বিদেশী ব্যঞ্জন বাসি। ৪
তামা, কাঁসা যদি দেশে না বিকায়,
ভালবাস যদি চীনে পেয়ালায়,
কেন না কাঁসারী করিবে—হায় হায়, দীনতায় দিবানিশি।৫
করে ধরি রাম কহে ভ্রাতাগণ!
এ দেশের দশা কর বিলোকন,
কিসে দেশে ধন হইবে রক্ষণ, ঘুচিবে দীনতারাশি। ৬

৬০নং।

রাগিণী ইমন কল্যাণ।—তাল কাওয়ালী।

(মরি হায় হায়! শুনে হাসি পায়) দাশরথি।

হেরে হায় হায়! খেদে প্রাণ যায়,
কলির সকল দ্বিজাধম দ্বিজের দশায়। ১
আগে হায়! প্রতিভায়, যাঁরা জগত মাতায়,
ন্যায়-ষড়দরশন প্রসবিল যে মাথায়,
তন্ত্র, বেদান্ত, বেদ, বেদাঙ্গ সমুদায়,
পুরাণ, পঞ্চদশী, যোগ, নীতি, স্মৃতি-চয়,
বিজ্ঞান, ব্যাভার, তত্ত্বজ্ঞান অতুল ধরায়। ২

প্রতিষ্ঠা, আচার, বিদ্যা, বিনয়, তীর্থদর্শন,
নিষ্ঠা, শান্তি, তপ, দান, ছিল এ নব-লক্ষণ,
এবে মসি-জীবী দাস-সম দ্বিজ-সুত-চয়,
এ পতনে হেরি প্রাণে মরি রে মর্ম্ম-ব্যথায়,
দীনবন্ধু দ্বিজবন্ধু ! রামেরে তার কৃপায়। ৩

৬১নং।

রাগিণী আলিয়া।—তাল একতালা।

(ধরাতে তায় ধরি হে ধন্যা) দাশরথি।

ধেনু ধন ত নহে সামান্য। ইদানী অনেকে অকৃতপুণ্য,
মনীষাশূন্য, জীব-জঘন্য, মাতা-সম ধনে করে না মান্য। ১
নাহি জানি কিবা করমের ফেরে,
ত্যজে সেব্য গাভী সেবে সে কুকুরে,
বিনাশে গোজাতি বুঝে না পামরে,
ধেনু-স্থিতি-হেতু ধরণী ধন্য। ২
খায় তৃণ বারি, চরে বনে বনে,
কিন্তু জীব যত আছে ত্রিভুবনে,
ধেনুই সবারে পালিছে জীবনে,
প্রদানি পীযূষ, গোধূম, ধান্য। ৩
ক্ষত্র, দ্বিজ হয় ধেনু তার মূল,
ধেনু লাগি ধ্বংস হৈহয়ের কুল,
একবিংশ বার সমরে অতুল,
রাম করে ক্ষিতি ক্ষত্রিয়-শূন্য। ৪

মল মূত্র যার হরে অকল্যাণ,
প্রতি লোমকূপে দেব-অধিষ্ঠান,
হেন জীবে রাম ! হও ভক্তিমান্,
বৈতরণী-বারি হ'তে উত্তীর্ণ। ৫

৬২নং।

রাগিণী যোগিয়া।—তাল রূপক।

(কুবুজা সুন্দরী, পরমা সুন্দরী) গোবিন্দ অধিকারী।

দিতে জলাশয়, তবু নাই আশয়,
জীব যে নাশ হয়, বিনা জীবন-পানে।
আমোদ-আশায়, অর্থ-পিপাসায়,
মত্ত পাপাশয়, চায় না তাদের পানে। ১
নিশিদিন ঘরে যার রজত-ঝঙ্কার,
তড়াগ খনিতে মতি আছে বল তার কার ?
নাহি আর গৃহে তার অতিথি-সৎকার,
(সে) দিনে দেখে অন্ধকার, দেব-দ্বিজ-দীনে দানে। ২
তৃপ্ত তব পিতৃগণ যেমন জীবন-দানে,
বাঁচা'লে পিপাসাতুর জীবেরে জীবন-দানে,
রয়েছে অক্ষয় খ্যাতি ভূ-জল-ওদন-দানে।
ধন্য মা ! রাণি ভবানি ! ভারতে তোরে বাখানে। ৩

৬৩নং।

রাগিণী ললিত।—তাল একতালা।

(ত্বরায় ভগবান্ ধরায় ফেলি বাণ) দাশরথি।

আজ, বিশ্ব অন্ধকার, ধ্বনি হাহাকার,
হেরি সবাকার, সজল নয়ন!
দয়ার সাগর! হে বিদ্যাসাগর!
অনন্ত শয়নে, হ'লে অচেতন। ১
সুকৃতির ফলে, উপাধি বলিলে,
জানা যায় জগতে হেন কোন জন?
পর-উপকারে, না নিরখি কারে,
রত দীনে দানে তোমার তুলন।
বেতাল-পঁচিশ, সীতা-বনবাস,
পাই বঙ্গভাষা পূরাইল আশ,
রৈল পরিচয়, বর্ণ-পরিচয়,
বোধোদয় হে!
আর অনুবাদ কত কে করে গণন। ২
তুলনা ভূলোকে, মিলে বা কোন্ লোকে,
কলেজ, স্কুল, কীর্ত্তি-নিকেতন,
বিশ্বব্যাপী মান, সামান্য-সমান,
বিরাজিত কেবা তোমার মতন?
বঙ্গভূমি! তুমি রতন হারালে,
বঙ্গ-ভাষা তুমি অনাথা হইলে,

হ'লে পিতৃহীন, ছাত্রদল দীন !
কহিছে দীন,
কভু হবে না বঙ্গের এ ক্ষতিপূরণ। ৩

৬৪নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল ঠুংরি।
(কত কাল পরে বল ভারত রে) সুরে।

"যত ভারত-কামিনী আছ ঘরে।
বিরম প্রসবে কিছু কাল তরে,
কি হবে প্রসবে অযুতে অযুতে,
বল-বীর্য্য-বিবর্জ্জিত-দাস-সুতে,
যদি নাহি হবে শূর সুত হ'য়ে,
শুধু গর্ভ-ব্যথা কিবা কাজ স'য়ে।"

গানের উত্তরে,—

এ ত ভারত-নারীর নহে দোষ।
বিনা কারণে কেমনে তারে দোষো।
ভরিলে ভুবন সুসন্তান-যশে,
রত্নগর্ভা বলি সবে ঘোষে শেষে। ১
হেন পাপিনী জননী কেবা আছে ?
শূর-সুত-আশে শুভ নাহি যাচে। ২
ভবে পুরুষ-অধীন সর্ব্ব নারী,
কিসে দোষী তারা তা বুঝিতে নারি। ৩
বৃদ্ধ-পতি-সহ বালিকার কালে,
ধনলোভী পিতা পরিণয় দিলে,

হেন সুত-কামি-স্বামি-সহবাসে,
কেন না মরিবে শিশু গর্ভবাসে। ৪
বিষাদে সখেদে দীন রাম ভাষে,
তায় হইল কানুন সর্ব্বনেশে। ৫

৬৫নং।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল লপেটা আড়খেমটা।

(বক্ষের ধন মকরাক্ষ অমূল্য রতন) জুড়ির সুর।

নাচাড়ী।

শঙ্খ সিঁদূর আলতায়, কে আর পরিতে চায়,
কালে একি দেখি হায়! দুখে অঙ্গ জ্বলে।
হাতে চুর, ষ্টকিং পায়, মুক্ত কেশ পিরাণ গায়,
চল্লে পথে চেনা দায়, গৃহীর নারী ব'লে।
এত দিনে পশার তোমার ঘুচিল সিঁদূর।
শঙ্খ ছাড়ি, বঙ্গ-নারী, পরে বেলোয়ারি চুর। ১
যত সব প্রেয়সীরে, পমেটমে দিচ্ছে শিরে,
আর ল্যাবেণ্ডারে,
টিপ্‌সীকাটা! খয়ের-ফোঁটা! তোমারে দিয়াছে দূর। ২
কি বলিব সব বাবু লোকে,
যোগায় তা সদা পুলকে,
নৈলে প্রলয় পলকে,
সেখানে সকলে, নত পদ-তলে;
বাহিরে বচনে শূর। ৩

৬৬ নং।

রাগিণী মূলতানী।—তাল আড়খেমটা।

(ভাল পূজেছিলে হর, পেলে যোগী বর) গোপাল উড়ে।

এবে ঘুচেগেছে জাঁক, আর তোরে বাঁক,
পরে নাকো পায়।
নারী পায়ে পরিত ব'লে উঠিতে কাঁধে নারীর কৃপায়। ১
পায় শোভা পেত নূপুরে, তায় সাধ নাই পূরে,
দেয় সবে পাতাবা পূরে, হাল পতিরে চটি যোগায়। ২
ভার হ'য়েছে মন রাখা, অঙ্গে উঠিল অঙ্গরাখা,
করে বলয় চন্দ্ররাকা, হেরে শাঁখা ছুটে পলায়। ৩
দিন কত কাল অবসরে, লজ্জা পেয়ে সে বেসরে,
নতে সাথে লয়ে সরে, তার পসারে তুলেছে শিকায়। ৪
ছিপ বাজুর হ'লো দিনান্ত, বিরাজে তথা অনন্ত,
কার কবে বা হয় কালান্ত, তার অনন্ত অন্ত না পায়। ৫
আজ বাদে কাল যমের বাড়ী, যাবে রে রাম রঙ্গ ছাড়ি,
না ভেবে কামিনী কড়ি, ভাব রে হরি তরিবে হেলায়। ৬

৬৭নং।

রাগিণী লুল খাম্বাজ।—তাল খেমটা।

(আর একটা পাখী বলে চোক গেল)

প্রণাম করি গো! নব্য সভ্যতায়,
সভ্যতা দেখে তুখে হাঁসি পায়। (হায় রে হায়)

আজ কাল বড় লোক ম'লে, কমিটী করে সকলে,
তার বুড়ো মায়েরে ফেলে, বৌয়ের তরে শোক জানায়।
শেষে মনস্তাপে, ছতর মেপে,
টেলীগ্রাফে, শোক পাঠায়। (যায় ত্বরায়)। ২
ইংরেজী কেতাব খুলে, পড়ে সে কোমত মিলে,
বাপের নাম জিজ্ঞাসিলে, আক্কেল যেন অক্কা পায়।
এখন জাতের দফা, হচ্ছে রফা,
জাত পুছিতে জাত যে যায়। (না জুয়ায়)। ৩
ভারত দাশুরায়ের নামে, মুখ ফিরায় ডাইনে বামে,
গুপ্ত, রসিক, গুপ্ত ক্রমে, দোষে সবে সে সবায়।
এদিক মিলিয়ে মায়ে, জামাই ঝিয়ে,
নাচ্ছে বৌয়ে বাপ বেটায়। (কি শোভায়!)। ৪
পর-পুরুষ পর-নারী মিলে, নির্জ্জনে কুতূহলে,
কথা কয় মন খুলে, স্বামী গেলেই দোষী হয়।
হায়! দেখ না কি কারখানা।
(যেন) "যার ঘোড়া তার ঘোড়াই নয়" (সবে কয়)। ৫
বাড়ীতে গুরু এলে, সেবে না দেবতা ব'লে,
পুরুতে ভাত না মিলে, প্রণামি ত পাওয়াই দায়।
আবার শ্যালক এলে সেই বাড়ীতে,
যেন হাতে হাতে স্বর্গ পায়। (তোষে তায়)। ৬
বুড়ো মা না খেয়ে মলে, চায়না দু নয়ন তুলে,
রাজ-বিধি দেখ খুলে, কোন বিধি নাই কোথায়।
যত খোরাকি বিধি বরাদ্দ,
হদ্দ কেবল স্ত্রীর বেলায়। (জারজে পায়)। ৭

নববধূরা দূরে দিয়াছে শাঁক সিঁদুরে,
আদরে অধরে ধরে, দগ্ধ দোক্তা পাতায়,
দিচ্ছে শিরে ল্যাভেণ্ডারে,
চুরি করে, মোজা পায়। (চটি তায়)। ৮
রাম কত দেখে নিলে, আর কত দেখ্‌বে লীলে,
সাঙ্গপ্রায় ভবলীলে, রঙ্গ কি তোর শোভা পায়।
এখন স্মরণ, মনন, ভজন, পূজন,
সদা কর রে শ্রীনাথের পায়। (দিন যে যায়)। ৯

৬৮-নং।

রাগিণী সুহিনী।—তাল একতালা।

(চিকন গাঁথনে বাড়িল বেলা,
তোমার কাজে কি আমার হেলা) বিদ্যাসুন্দর।

সভ্য কেবা এই কথা প্রসঙ্গে,
দ্বন্দ্ব করে দোঁহে বিলাত বঙ্গে।
বিষাদে বাঙ্গলা বিলাতে বলে,
বিনয়ে, ধরিয়া কর-কমলে,
জনম অবধি মরণ-দিনে,
স্মরে পরমেশে ধনী কি দীনে,
নিতি নিতি যারা নিশি বাসরে,
প্রতি কাজে সবে স্মরে ঈশেরে,
ছ'টি দিন যারা ঈশে, না সুধায়,
সাত দিনে শুধু সমাজে ধায়।

ফ্যাসন্ মাফিক ভজনা করে,
সভ্য কেবা এর বল তা মোরে ? । ১
ল'য়ে রাজ-কর প্রজায় পোষে,
পূরিতে উদর প্রজায় শোষে,
অনাপদে ক্ষত্র বৈশ্য না সাজে,
বৈশ্য-বৃত্তি করে রাজাধিরাজে।
আশ্রিত অরিরে অবাধে ক্ষমে,
সন্ধি ভাঙ্গি যারা মিত্রেও দমে।
মিত্র-মহিষীরে বিপন্ন করে,
সভ্য কেবা এর বল তা মোরে ? । ২
প্রাণি-বিশেষের প্রাপ্তোপকারে,
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পূজে তাহারে,
প্রাণান্ত বিপদে স্থানদাতার,
রাজ্য লয় সভ্য বল কে তার ? । ৩
বিনা মূলে যারা ঔষধি-দানে,
মুমূর্ষু রোগীরে বাঁচায় প্রাণে।
মরিলেও যার বিলে নিস্তার,
না পায় নন্দনে সভ্য কে তার ? । ৪
পীড়িতের যারা শিয়রে বসি,
করয়ে যতন দিবস নিশি।
আর যারা রোগী দেখিতে যায়,
বিজ্ঞাপন দিয়া যায় দর্জায়।
অগণ্য বালকে ওদন-দানে,
শিক্ষা দেয় যারা বিমল জ্ঞানে,

শিক্ষা সুবিচার কহিব বা কি ?
মূলমন্ত্র যার রজত-চাকি।
আমোদ উৎসবে তনয় বাপে,
নাচ নিরখিতে বদন ঝাঁপে,
মায়ে ঝিয়ে বৌয়ে জামাই সঙ্গে,
বাপ বেটা জ্যেঠা নাচয়ে রঙ্গে,
গুরু জ্ঞানে যারা সেবে স্বামীরে,
সতী হয় পূজ্য নর অমরে,
সবুট শ্রীপাদ স্বামীর করে,
অশ্বে আরোহিতে যে দান করে।
অচ্ছেদ্য যাদের বিবাহ-বন্ধন,
ডিক্রীগত যার উদ্বাহ-জীবন।
আত্মীয় অতিথি পালন তরে,
প্রদানে ওদন বিনা কাতরে।
হায় ! পরিণীত হইলে যারা,
পিতা মাতা মাত্র পায় মাসারা।
অসতীর যারা দণ্ডিত প্রাণ,
অসতীর যারা করে সম্মান,
অসতীর দণ্ড নাহি বিধান,
বল দেখি কেবা সভ্য-প্রধান ?। ৫
মাতুল-তনয়া খুড়ার সুতা,
যে ভগিনী আজ, কাল বনিতা,
অবিবাহ্য হ'ল জায়া-ভগিনী,
কে বুঝিবে এই বিচিত্র বাণী ?।

সম গোত্রে যার বিবাহ নাই,
সভ্য কেবা এর বল ত ভাই ? । ৬
আছে যাহাদের সে তত্ত্বজ্ঞান,
কি পদার্থ যার নাহিক জ্ঞান,
বিবেক যাদের শেষ আশ্রয়,
না জানে যাহারা কারে তা কয় ।
আবরিলে শুধু বসনে বপু,
তারেই কি সভ্য বলিবে বাপু ? । ৭
শুনিয়া বিলাত বাঙ্গলা-পাশে,
বলিতে লাগিলা সতেজ ভাষে,—
ধরা-বক্ষ মোরা ভেদি কখন,
অর্ণব-তরীতে করি ভ্রমণ ।
গিরি কাটি দুর্গ গড় বানাই,
কভু ব্যোমযানে চ'ড়ে বেড়াই ।
বাণিজ্য-বিস্তারে ভ্রমি বিদেশ,
রিপু-ধনে মোরা সাজাই দেশ ।
সিন্ধু হ'তে রত্ন তুলি যতনে,
নাচে বীর-হিয়া সম্মুখ-রণে ।
ঘোর ঘন-রবে গর্জি কামান,
অনলে পোড়ায় অরির প্রাণ ।
অবনী ব্যাপিয়া লোহার পথে,
ভ্রমিয়া বেড়াই বাষ্পীয় রথে ।
জলে কলে চলে বাষ্পীয় তরী,
তীরে চলে তার বুঝ কি করি ?

গণিত বিজ্ঞান পঠনে মন,
আছে কোন দেশে শিল্পী এমন ?
রচি রাজবিধি শাসি যাহায়,
সে কেমনে সভ্য বলাবে হায় !
পদানত শির সদা যাহার,
সভ্য হবে সে কি ? বা কি বাহার !
আকাশ-কুসুম-সম নির্ব্বাণ,
রেখে দাও দূরে সে তত্ত্বজ্ঞান।
যদি পশু-সম বনে বিরাজ !
মানব হইয়া তবে কি কাজ ?
নিরুদ্যম যারা ধন-অর্জ্জনে,
ধন-হীন জনে কে কবে গণে ?
আছে আমাদের অগণ্য ধন,
তবু ধন-তৃষা নয় বারণ।
তেঁই সে প্রতাপ ধরা ব্যাপিয়া,
নবোদ্যমে নাচে সদা এ হিয়া।
প্রভুত্ব প্রতাপ সবে ত্যজিয়া,
থাকে যারা শুধু নির্ব্বাণ নিয়া !
আহারের ধূম দুপুরবেলা,
বৈকালে যাদের পাশার খেলা।
সন্ধ্যা হ'লে যারা শয্যায় লীন,
সভ্য কেবা এর বুঝ প্রবীণ। ৮

৬৯নং।

যমুনা-লহরী।

রাগিণী লগ্নী।—তাল যৎ।

(নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা) গোবিন্দচন্দ্র রায়।

যে দিন হইতে হারাই আমরা, ধাম পবিত্র বিলাত ও,
সে দিন হইতে নিবসিনু আসিয়া, পাপ এ আসিয়া খণ্ডেও

কিম্বা

যে দিন হইতে মক্কানিবাসী তাড়িল তস্কর-তুল্যও,
সে দি হইতে নিবসিনু আমরা আসিয়া ভারতবর্ষেও।
সে দিন হইতে, পূর্ণ সে সভ্যতা-ভাতি না ভাতিল আরও।
সে দিন হইতে ভারত-হিন্দু, বনিল অসভ্য অসারও।
ভারত-আদিবাসী নহে ত আর্য্য ধার্য্য হইল ইতিহাসেও,
নূতন বাণীসুত-বাণী সে অদ্ভুত, শুনিয়া পরাণ হাসেও।

৭০নং।

নব বর্ষ।

শ্রীরাগ।—তাল একতালা।

(সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু) জ্ঞানদাস।

নবীন বরষে, মনের হরষে,
সবাই আনন্দময়,
হের তরুগণ, পত্র পুরাতন,
ত্যজে ধরে কিসলয়। ১

কম-কান্তি বেলী, ফুটে বনস্থলী,
গন্ধামোদে তোষে প্রাণ,
সুমধুর স্বরে পরভৃতবরে,
গায় রে ! বিভুর গান। ২
কিবা মধুমাসে মধুসম হাসে
জননী প্রকৃতি সতী,
দেখি প্রাণিগণ, পুলকিত মন,
বিহরে আনন্দমতি। ৩
নব পত্রদলে, পবন-হিল্লোলে,
নর-নেত্র বিনোদিয়া,
উচ্চ তরু-শাখে, দোলে লাখে লাখে,
নেহারি জুড়ায় হিয়া। ৪
যারা বর্ষীয়ান্, করিবে প্রয়াণ,
এ ভবে দুদিন গতে,
নব বর্ষ বলি, কভু কুতূহলী,
সে নহে আপন চিতে। ৫
শুষ্ক পত্র পড়ি, যায় গড়াগড়ি,
আশ্রয়-তরুর তলে,
তার পানে হায় ! কেহ নাহি চায়,
কখন নয়ন তুলে। ৬
বায়ুভরে উড়ে, হুতাশনে পুড়ে,
পড়ে আর পচে গলে,
দলে দলে সব, নির্দ্দয় মানব,
চলিতে চরণে দলে। ৭

এক দিন মম, নব-পত্র-সম,
কম কান্তি ছিল হায়!
সোহাগ-হিল্লোলে, নাচিতাম দুলে,
এবে সে দিন কোথায়?। ৮

যদি সবিশেষ, পাবে উপদেশ,
শুষ্ক পত্রে চাও তবে,
কিসলয় দেখি, হইও না সুখী,
স্থায়ী নহে কিছু ভবে। ৯

তাই বলি মন, কেন অকারণ,
ত্যজি আত্ম-অন্বেষণ,
ভুলি আত্মবিধি, লয়ে রাজবিধি,
কর বর্ষ আলোচন। ১০

বল মন খুলে, কি কাজে গোঁয়ালে,
বিগত বর্ষের কাল,
কভু পূত চিতে, আপনার হিতে,
ভেবেছ কি মহাকাল?। ১১

হায়! কত দিন, দ্বারে দেখি দীন,
কুকথা বলিয়া কত,
মুষ্টিভিক্ষা তায়, নাহি দিয়া হায়!
তাড়াইলা তা ভাব ত?। ১২

বল বল শুনি, সাজাতে গৃহিণী,
কত দিন ভাবিছিলা?
আপনা ভুলিয়া, ব্যসনে মজিয়া,
কত দিন কাটাইলা?। ১৩

কদিন কুসঙ্গে, কাটাইলা রঙ্গে,
মাখাইলা অঙ্গে মাটি,
হারায়ে চেতন, কর কি গণন
কত দিন গেল কাটি ?। ১৪
গৃহাশ্রম সার, পঞ্চ যজ্ঞ যার,
করিবার বিধি আছে,
করেছ কি কভু, স্মরেছ কি বিভু ?
সুধাও আপন কাছে। ১৫
কর আলোচনা, ঘুচিবে বেদনা,
রাম : অনুশোক কর।
শমন শিয়রে, মুকতির তরে,
ভাব সে ভবেশ হর। ১৬

৭১নং।

মনের প্রতি উপদেশ ও অনুতাপাত্মক।

তাল লপেটা আড়াখেমটা।

(ভাব মন দিবানিশি অবিনাশী) কাঙ্গাল ফকিরচাঁদ।

ওরে ভাই ! না ভাবি সার ভব সংসার,
সদা অসার, সবাই বলে।
সবে সংসারে আছে, সার করেছে,
মুখে মিছে অসার বলে।
যে সংসারে ডোবে, তাঁয় না ভাবে,
তার কি হবে বনে গেলে। ১

বল এ সংসারাশ্রম, কোন্ গুণে কম,
আন আশ্রমে তুলে,—
যে সংসারী যোগ্য, পঞ্চ যজ্ঞ,
করে নিতি কুতূহলে।
(ভক্তিভাবে) ২
যত ব্রহ্মচারী, ভিক্ষুকেরে,
সংসারী সবারে পালে,
পালে পশু বিহঙ্গ, কীট পতঙ্গ,
অন্তরঙ্গ সদাকালে।
(পালে সদানন্দে) ৩
দরিদ্রের হেরে বদন, পেয়ে বেদন,
কে দেয় ওদন মুখে তুলে,
ভোজনের অর্দ্ধ গ্রাসে, দীনে তোষে,
কে ভাসে সুখ-সলিলে।
(সংসারী বিনে) ৪
রাম কয় থাকি সংসার, কর রে সার,
সারাৎসার-চরণ-কমলে,
চিত্ত পবিত্র ক'রে, যে তাঁয় স্মরে,
সদ্গতি পায় নিদান-কালে।
(থাকি যথা তথা) বেদের বাণী। ৫

৭২নং।

(ঐ সুর।)

ওরে মন! এ কি দশা, খেলে পাশা,
এবার ভবে হেরে গেলে।
নয় দুই একটী, ষোল ঘুটী,
তারা আপনি রে অপথে চলে।
মন! তুমি কেমন খেলোয়ার, একটীও তার,
চাল্‌তে না চতুর হইলে।
(ইন্দ্রিয়গণে) ১
দেখ সব ঘরে ঘরে, ঘুরে ফিরে,
জন্মে মরে সদাকালে,
মন! তুমি বাঁধিলে না ভোগ, কি কর্ম্মভোগ,
যোগ ভেঙ্গে জীবন হারালে।
(তাঁর সনে) ২
ভুলি ত্রিগুণাত্মকে, মজিলে সখে,
পাষ্টি ছকে রত র'লে।
ঈশ্বরের সঙ্গে আড়ি, রে আনাড়ি!
পাড়ি দিতে না পারিলে।
(ভবসিন্ধু) ৩
কাতরে রাম বলে, দিন গোয়ালে।
ভাব্‌লে না সে দীনদয়ালে,
(ওরে) যাঁর নিকটে, সম্রাট্‌, মুটে,
সমতুল সে নিদান-কালে।
(পাপী তাপী) ৪

৭৩নং।

রাগিণী যোগিয়া।—তাল রূপক।

(কুঁবুজা সুন্দরী পরমা সুন্দরী) গোবিন্দ অধিকারী।

করি কি নিরূপণ, বল হে কৃপণ !
করেছ গোপন, আপন ধনরাশি।
ব্যয় দু-পয়সায়, পরাণে নাহি সয়,
দেখিয়া আশয়, দুখে যে পায় হাসি। ১
মরিলে কি খাবে ব'লে আপন পরিজন,
রাখিলে সব ধন, জীবনে যা অর্জ্জন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব দিয়ে বিসর্জ্জন,
কভু না দিলে ভোজন, দীন দুখী প্রতিবাসী
ভেবে দেখ মনে, রাম ! হবে যবে নিধন,
কোথা পড়ে রবে তব এ সব নশ্বর ধন,
তাই বলি কর পঞ্চ যজ্ঞের সাধন,
ওদন-দানে তোষ দেব দ্বিজ নর ঋষি। ৩

৭৪নং।

রাগিণী জঙ্গলা।—তাল একতালা।

(এই সংসার ধোকার টাটি) রামপ্রসাদ।

হয় না ভাল পোকা মেরে, দেখ একবার চিতে চিন্তা ক'রে,
(যে জন) পোকার কামড়ে, (মন রে) গুটিপোকা মারে,
তার পোকা মরে আখেরে। ১

নিদয় অন্তরে, তাতায়ে তন্দুরে,
কোটি কীট পূরে ভাবায়ে মারে,
শেষে বারি ক'রে পীত—
বরণের সূত,
সোণাদরে বেচে কড়ি করে।
সে হ'লে লক্ষপতি, ছাড়ে লক্ষ্মী সতী,
আনা মাসা রতি রয় না পরে,
তার পাকা ঘর বাড়ী, (হায় রে) ভূমিতলে পড়ি,
যায় গড়াগড়ি অন্ধকারে। ৩
কিন্তু এক বিচিত্র, এ বিধি অন্যত্র,
সম শ্বেত কৃষ্ণে খাটে না রে,
শ্বেতে হয় জয়, কালা পায় ক্ষয়,
বর্ণ-গুণে বুঝি বিধি ভরে। ৪
আপন সূতায় যে কীট বদ্ধ তায়,
কিবা ফলোদয় বধিয়া হাঁ রে ?
রাম ! গুটিপোকা-প্রায়, (হায় রে) বাঁধা র'লে হায় !
আপন করম-সূত্র-ফেরে। ৫

৭৫নং।

(রামপ্রসাদী সুরে)

হরি কি তাহারি মিলে।
যার মন পূর্ণ আছে মলে।
যার মন পাজী, তার প্রতি রাজী-
নয় হরি, সাধু সাজিলে। ১

প্রাতঃস্নানে, মৌনে ধ্যানে,
অথবা আঁখি মূদিলে,
(ওরে) তিলক-ফোটায়, বেণী জটায়
ঘটায় মুক্ত কেশ রাখিলে। ২
পট্টবাসে, তীর্থ-বাসে
কি আবাসে দিন কাটালে,
ব্রত উপবাসে, পীতবাসে,
ভালবাসে না ভক্ত না হ'লে। ৩
বেদাদি বেদান্ত তন্ত্র,
আঠার* বিদ্যা শিখলে,
রিপু-জয় বিনে, ভক্তিহীনে,
জপে যাগে যোগ সাধিলে। ৪
কি শিখায় নখর রাখায়,
ক্ষুরে কিম্বা নেড়ে মাথায়,
কি হরি-গুণ-গানে মাতায়,
বিশ্বপিতায় তায় কি ভোলে। ৫

বেদ—	৪	মীমাংসা—	১২
শিক্ষা—	৫	ধর্ম্মশাস্ত্র—	১৩
কল্প—	৬	পুরাণ—	১৪
ব্যাকরণ—	৭	আয়ুর্ব্বেদ—	১৫
নিরুক্ত—	৮	ধনুর্ব্বেদ—	১৬
ছন্দ—	৯	গন্ধর্ব্ববেদ—	১৭
জ্যোতিষ—	১০	অর্থশাস্ত্র—	১৮
ন্যায়—	১১	—	

তুলসী-রুদ্রাক্ষ-মালায়,
বদ্ধ মুক্ত কাছা কোচায়,
কিম্বা হরি ব'লে নাচায়,
হরি না চায় নয়ন্ মেলে। ৬
নিরামিষ আমিষে বিষে
ক্ষীর ছানা কি মধু সুধায়,
তায় না সুধায়, যদি না দেয়,
শুদ্ধ মনে ভক্তি-বলে।৭
নন্দনন্দনে, কুসুম-চন্দনে,
তুলসীদলে পূজিলে,
(ওরে) ভক্তি বিনে ভক্তাধীনে,
সুফল দিলেও ফল কি ফলে ?। ৮
বলি রাম ! তোরে অমল অন্তরে,
ভক্তিতে তাঁরে ডাকিলে।
তবে মুক্তি পাবে, ভয় না রবে,
অন্তক এলে অন্তকালে। ৯

৭৬নং।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল ঢিমা তেতালা।

(যে জরে জরেছে মা ! তোর কানাই) মধুকাণ।

নাম নিলে কি তরে ভক্তি বিনে,
শুধু নামে ত্রাণ পাবিনে,
ভক্তিভাবে ভাব ভক্তাধীনে। ১

যোগে যাগে জ্ঞানে মুক্তি,
হয় না শুধু বেদ-উক্তি,
সকলেরি মূল ভক্তি,
আছে যুক্তি নিখিল পুরাণে। ২
গরল-পানে বাঁচে প্রাণে ভক্তির ফলে,
ভক্তিগুণে রাখালগণে, দেয় এঁঠো ফলে,
ভক্তিবশে নিষাদপতি-প্রেমে বদ্ধ রঘুপতি,
যশোদা বাঁধে শ্রীপতি,
সম্প্রতি রামপ্রসাদ শক্তি-গানে। ৩
মুক্তিদাত্রী ভক্তি! কর হৃদে অধিষ্ঠান,
কর গতি কৃষ্ণ প্রতি, ত্যজি অন্য স্থান।
থাকি রামের হৃদাবাসে, সদা ভজ পীতবাসে,
পীতবাসে যা ভালবাসে,
মুক্তি-আশে মজ হরি-ধ্যানে। ৪

৭৭ নং।

রাগিণী ঝিঝিট।— তাল ঠেকা।

(আয় না গো রথ দেখ্‌তে যাই প্যারি) মধুকাণ।

দেখ্‌লে ত রথ বছর বছরে, জীবন ভ'রে,
একবার রথে দেখ্‌লে বামন,
আর যে জনম না হয় ফিরে। ১

কেন পেয়ে কষ্ট পথে,
দেখিবে গিয়ে কাষ্ঠ-রথে,
একবার দেখ মনো-রথে,
শ্রীরাধা-মুরলীধরে। ২
মন রাখা, বামন দেখা রথের বাজারে,
দেখিতে হয়েছে মত্ত আর বা যারে,
ছাড়ি ওসব কুসঙ্গ, এখন কর সাধুসঙ্গ,
স্মর শ্রীহরিপ্রসঙ্গ,
দেখনা শমন অদূরে। ৩
অন্তে মূর্ত্তিযুগ যদি চিন্ত ভ্রান্ত মন!
তবে ত কৃতান্তপুরে না লবে শমন,
প্রাণান্তে সাযুজ্য পাবে,
কিম্বা সারূপ্য মিলিবে,
আর না আসিতে হবে,
বাম! তোরে ভব-সংসারে। ৪

৭৮ নং।

রাগিণী দেওগিরি।—তাল ঢিমা তেতালা।

(চেয়ে দেখ কে কাল) মধুকাণ।

কি শোভা শ্রীবৃন্দাবনে,
রাকা-নিশিতে শ্রাবণে, কিশোর কিশোরী সনে,
দুলিছে নিকুঞ্জবনে। ১

চেয়ে দেখ নয়ন মেলি,
যত সখীগণ মিলি,
হয়ে সবে কুতূহলী, রত দোঁহার সেবনে। ২
পুলকে ভূলোকে হের যে লীলা নিত্য গোলোকে,
যোগী হেরে জ্ঞানালোকে, বুঝে না অবোধ লোকে,
পূর্ণব্রহ্মময় হরি,
ইচ্ছাশক্তি রাধা প্যারী,
ত্রিজগত সৃজন তাঁরি, খ্যাত নিখিল ভুবনে। ৩
আদ্যা শক্তি রাধা সতী, কৃষ্ণ-হৃদি-বিহারিণী,
অভিন্ন অম্বিকা কালী কমলা বীণাধারিণী,
রামের পামর মন ! স্মর রাধা রাধারমণ,
তবে ত না লবে শমন, ত্যজিবে যবে জীবনে। ৪

৭৯ নং।

শ্মশানে শবদাহ-দর্শনে।

রাগিণী ঝিঝিট।— তাল মধ্যমান ঠেকা।

(দেখিলাম তোমার জননী জনক) মধুকাণ।

ভাব কি দেহের পরিণাম, ওরে ভ্রান্ত মন !
কৃমি কীট ভস্ম সঙ্গত হবে যবে লবে শমন। ১
এ দেহের অহঙ্কারে, গণ্য না করিছ কারে;
মত্ত ইন্দ্রিয়-বিকারে,
কর পাপ-পথে ভ্রমণ। ২

চিকুরে শোভিত শির হেরে হর্ষ হও মুকুরে।
যবে জীবনান্ত হবে খাবে শিবা কি কুকুরে।
কটাক্ষে কামিনী-মন, মোহে যে যুগ্ম নয়ন,
করিলে প্রাণ প্রয়াণ,
কাকে করিবে উৎপাটন। ৩
মোহিত প্রেয়সী-মন,
হেরে যে হাসি-বদন,
কটু কথা ক'য়ে যাহে দাও সবে মনোবেদন।
তায় অনল দিবে প্রেয়সী, পুড়ে হবে ভস্মরাশি,
কি পচিবে রাম জলে ভাসি,
বংশীধরে ধর এখন। ৪

৮০ নং।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস।—তাল তেওট।

(দাড়াও হরি এল প্যারি) মধুকাণ।

বৃথা রে এখন দেহে যতন।
রবেনা যতনে আর হইবে পতন। ১
আর শ্বেত কেশে, টেড়ি কাট কিসে,
ভাব হৃষীকেশে, যাবে রে যাতন। ২
তোর দিন অন্ত, গিয়েছে দন্ত,
লাগালি নূতন ত, হইয়ে ভ্রান্ত,
ইন্দ্রিয় সকল, হয়েছে বিকল,
জঠর-অনল নিভেছে এখন। ৩

(আর) কি সুখ ভবনে, চল যাই বনে,
পান কর বনে, নির্ঝর-জীবনে,
ভক্ষ ফল মূলে, বসি বৃক্ষ-মূলে,
ডাক কৃষ্ণ ব'লে, ছোবেনা শমন। ৪

৮১ নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান ঠেকা।

(ওমা আমি কি ছিলাম কি হলাম কিম্বা দ্বারী দেখরে
খত এনেছি দাস-খত) মধুকাণ।

ভ্রান্ত মন! তোর হয়েছে দিনান্ত,
অদূরে আছে কৃতান্ত,
না ক'রে তার তদন্ত,
কেন লাগালি দন্ত। ১
কথা শুনে হাঁস্‌ত লোকে, তাইতে কি মন পুলকে,
লাগালি দাঁত, হাঁস্‌বে লোকে,
দেখে যৌবন-অন্ত। ২
সাজাতে এ নশ্বর কায়, নষ্ট কল্লে কত টাকায়,
সে দুখ আর জানাব কায়?
জানেন অনন্ত। ৩
এবে রস রঙ্গ ছাড়ি, হ'য়ে সদা সদাচারী,
বিতর রাম! দীনে কড়ি,
ভজ শ্রীকান্ত। ৪

৮২ নং।

বিবিধ বিষয়।

রাগিণী আলেয়া।—তাল আড় খেমটা।

(যেওনা প্রেয়সি ত্যজিয়া আমায়) সুড়ি।

হরি বল মন! আমার বৃথা দিন যায়।
রসনা নিরত হবে শ্রীহরি-কথায়। ১
হরি-নাম বিনে, মুকতি পাবিনে,
ভাব নিশি দিনে, ভব ভাবে যায়। ২
রাম রে! আজন্ম, করিলি অধর্ম্ম,
পেয়ে নরজন্ম, হারালি হেলায়। ৩

৮৩ নং।

রাগিণী ইমন পুরিয়া।—তাল তেতালা।

(পিরীতি যে জানে সে কেন করে না) সুরে।

মন আমার! হরি হরি বল বদনে।
দিন গত, কালাগত,
চেয়ে দেখ না নয়নে। ১
ধূলা-খেলা করিয়ে কাটালি রে সে বাল্যকাল
যৌবনে কুরসে মজে না ভাবিলি পরকাল,
অন্তকাল এবে তব ভাব রাধারমণে। ২
শ্বেত কেশ, দন্তহীন লোল চর্ম্ম শরীরে।
তবু বৃথা সুখ-আশে ভ্রম ভবসংসারে।
ত্যজি ধন-আশ, ভালবাস, বংশী-বদনে। ৩

৮৪ নং।

রাগিণী রাজবিজয়।—তাল তেতালা।

(রাই সাজে না রাজ বিরাজ বিনে)

সদা মন ভাব রে ! রাধারমণে।
একান্ত মনে, সে কালদমনে,
অন্তে লবেনা ছোবেনা তোরে শমনে। ১
যার নামে দিগম্বর, অঙ্গে পরি বাঘাম্বর,
ভ্রমে সদানন্দে সদা শ্মশানে।
নামে ছাড়ি মায়, শিশু যায় গহনে। ২
নামে, যোগী, ঋষি, মুনিবর,
পরিয়ে অজিনাম্বর,
হিমাদ্রি-গহ্বর-বাসী ধেয়ানে।
রূপ সনাতন ত্যজে ধন ভবনে।৩
(আমি) হেন নাম পরিহরি,
হায় ! বৃথা কাল হরি,
গতি কি হইবে হরি ! সে দিনে।
তুমি না তারিলে তরি ভবে কেমনে। ৪
না চিন্তিলি আত্মারাম,
কিসে তোর আত্মা আরাম
পাবে ভবে ভাব রাম ! স্বমনে।
বল হরে কৃষ্ণ হরে রাম বদনে।

৮৫ নং।

রাগিণী রাজবিজয়।—তাল তেতালা।

(রাই সাজে না রাজ বিরাজ বিনে)

আমার মন ! মজ রে হরি-চরণে
রজনী দিনে, ধ্যান ধারণে,
রাখ সদা মতি, হবে গতি, মরণে। ১
শোধিয়া সংসার-ধার, ভাব বিশ্বমূলাধার,
সুধাধার বহিবে বৈতরণে।
নৈলে তপ্ত তোয়ে দহিবে এ পরাণে। ২
বেদ পুরাণে আছে শুনা, যে পদে তরণী সোণা,
উপাসনা কর সে সনাতনে,
হবে গমন বারণ শমন-সদনে। ৩
বৃথা হ'ল কালক্ষয়, কর যদি কাল জয়,
মৃত্যুঞ্জয় ভাবে যায় মননে।
স্মর রামজয় জয় বিজয় তারণে। ৪

৮৬ নং।

রাগিণী যোগিয়া।—তাল রূপক।

(কুবুজাসুন্দরী পরমাসুন্দরী) গোবিন্দ অধিকারী।

মন রে ! এইক্ষণ, ভাব প্রতিক্ষণ,
করিবে ভক্ষণ, ত্বরা করাল কালে।
আর নাহি সময় বিষয় বিষময়,
ত্যজিয়ে বিশ্বময়, স্মর রে সদা কালে। ১

কঠোর যাতনা কত পাই জঠর-বাসে।
কাতরে কত না কেঁদে যাতনা-নাশ-আশে।
ভেবেছিলে, ভবে এসে, ভজিবে শ্রীনিবাসে,
ভূতলে প'ড়ে সব ভুলিলে মায়াজালে। ২
যেতে সাধ করুণানিধান-সন্নিধানে,
বাহিরে অন্তরে শুচি হও সাবধানে,
ইন্দ্রিয় নিরোধ করি রত হও ধ্যানে।
পূরিবে সাধ অবাধে, হর বিধি বেদে বলে। ৩
নিত্য-সুখ-আশা যদি ব্যর্থ সুখ-বাসনা
ছেড়ে দান্ত হ'য়ে কর শ্রীকান্ত-উপাসনা,
পরিণামে হরিনামে বশ হবে রসনা,
স্মরিবে শ্রীপতি, গতি পাইবে পরকালে। ৪

---

৮৭ নং।

রাগিণী অহং।—তাল তেউট।

(চিত্র লিখিলাম নয়ন-কজ্জলে) গোবিন্দ অধিকারী।

বৃথা আসিলাম ভব-সংসারে।
কভু না স্মরিলাম "হরে মুরারে"। ১
যবে জঠরে আসিলাম, যাতনায় কেঁদেছিলাম,
ভগবান্ ভজ্‌ব ভাবিলাম,
প'ড়ে ভূতলে ভুলিলাম, মায়া ঘোরে। ২
একে, পেয়ে মানবজনমে, আসি এ কর্ম্ম-ভূমে,
তায় দ্বিজ হই কর্ম্মক্রমে,
ত্যজে তত্ত্বজ্ঞান মজিলাম অজ্ঞান-আঁধারে। ৩

৮৮ নং।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল একতালা।

(জয় রাধাবল্লভ দেবাদিদুর্ল্লভ ভবভাব্য নিধি) নারায়ণ দাস

বল হরে কৃষ্ণ হরে, মুকুন্দ মুরারে,
হরে রাম হরে, বল বদনে।
ক্রমে দিন গত, কৃতান্ত আগত,
কেন মন রত, র'লি ব্যসনে। ১
রিপু-বশে রঙ্গরসে কাট কাল,
মায়া-জালে ভুলে র'লে পরকাল,
তোর গত রে ত্রিকাল,
সম্মুখে ঐ কাল, স্মর সদাকাল,
কালিয়দমনে। ২
ত্যজি নিত্য ধন, অনিত্য যে ধন,
উপার্জ্জি সে ধন ভাবি নিত্য ধন,
নিকট নিধন, করিবে বন্ধন,
ভাব ভবে ভব-বন্ধন বারণে। ৩
কেঁদে কহে রাম হয়ে জোড়পাণি,
পাপ তাপ হ'তে তার চক্রপাণি!
যেমন তারিলে আপনি, ব্রজে বজ্রপাণি।
ভীত গোপ-কুলে গিরি-ধারণে। ৪

৮৯নং।

(ঐ সুর।)

ভাব নব-জলধর, সুন্দর-অধর,
শেষ-বিষধর-শির-বিহারীরে।

গত হ'ল কাল, নিকট এল কাল, স্মর সদাকাল,
মুকুন্দ মুরারে। ১
ছার ধন জন, আর পরিজন,
দিয়ে বিসর্জ্জন, কর রে ভজন,
কেন হ'য়ে অভাজন, কল্লে না ভজন, ভক্তির ভাজন,
অসুরারিরে। ২
(ওরে) সদা মনে কর, যবে দিনকর—
তনয়-কিঙ্কর, বাঁধিবে করে।
এই অনর্থ-আকর, অকিঞ্চিৎকর,
সম্পদনিকর, রহিবে পড়ে।
অর্জ্জিলে যে ধন ঘামাইয়ে শিরে,
তুষিলে সে ধনে শুধুই প্রেয়সীরে,
সেই প্রেয়সী অনল দিবে প্রিয়-শিরে,
ভাব নত শিরে সহস্রশিরে। ৩
পুরাও বাসনা, স্ববশে রসনা,
থাকিতে কেন না, স্মর না তাঁরে।
হ'লে কণ্ঠরোধ, না থাকিবে বোধ,
(তখন) কি বলে প্রবোধ, দিবি রে মোরে।
থাক্‌তে ধন যেমন না খুড়ি খাল্ বিল,
মরণকালে কৃপণ করে রে উইল, (তুমি)
থাকিতে স্ববশে রাম র'লে কি ব'সে,
(বলে) শুনাবে পরে সে, "হরে কৃষ্ণ হরে"। ৪

৯০নং।

রাগিণী জঙ্গলা।—তাল একতালা।

(এই সংসার ধোকার টাটি) রামপ্রসাদ।

কি সাধে আর চাও বাঁচিতে।
একবার চিন্তা করি দেখ চিতে। ১
জন্ম-নিকেতন, জঠর-যাতন,
কঠোর কেমন তা জানিতে।
তবু মুক্তি-আশে, শ্রীনিবাসে,
ভাব্‌লে না মজে কুনীতে। ২
জীবনে যে ধন, করিলে অর্জ্জন,
নারিলে ব্যাভার করিতে।
বল তব সম আরে, কে আছে সংসারে,
এমন অসার, মৃত জীবিতে। ৩
গৃহী হ'য়ে না কল্লে কভু
পাঁচটি যজ্ঞ দিন নিশিতে,
তুমি হবে না মুক্ত না হলে শক্ত
পঞ্চশূনা পাপ নাশিতে। ৪
তাই বলি মন, কুসঙ্গে ভ্রমণ,
ছাড় কুরসে মজিতে।
পাপ মতি পরিহরি, রাম চিতে হরি,
স্মর, পরকাল আত্মহিতে। ৫

৯১নং।

রাগিণী পিলু।—তাল জৎ।

(দুখ-পশরা নয়ন-তারা, তারা ঘরে এসেছে) রামপ্রসাদ।

ভেবে দেখ্ মন! কিসের কারণ,
আসিয়ে এ কর্ম্ম-ভূমে, কি কর্ম্ম করিলে কভু
তা না ভাবিলে ভ্রমে। ১
তুমি পঞ্চ যজ্ঞ ছাড়ি, সাজালে শুধু ঘর বাড়ী,
ভাব্‌লে কেবল সোণা সাড়ি, থাকিয়ে গৃহ-আশ্রমে। ২
গত কল্লে শিশু-বেলায়,
খাওয়া শোওয়া ধূলায় খেলায়,
জ্ঞানলাভ না কল্লে হেলায়,
মজিলে যুবায় ক্রমে। ৩

* * * * *

এখনও রিপুর বশে, কাটালে দিন রঙ্গ-রসে,
ভাব্‌লে না ভবে ভবেশে, কি হবে বল্ পরিণামে। ৪
অনুদিন তনু ক্ষীণ, শ্বেত কেশ, দশনহীন,
আজ কি বাদে কদিন, রহিবে অনন্ত ঘুমে। ৫
তাই বলি রাম! ত্যজে সংসার, সারাৎসার-চরণ কর সার,
এ কলিতে নাই রে নিস্তার, স্মরণ বিনা হরিনামে। ৬

৯২নং।

রাগিণী কালাংড়া।—তাল ঢিমা তেতালা।

(আর তুমি কি ধনের আশা কর মন) •

কিম্বা

(কেরে বামা হর হৃদি-পরে মগনা) কমলাকান্ত।

ওরে মন! আর কি রস-রঙ্গ শোভা পায়।
ভাব রে রাধা ত্রিভঙ্গ, তোর ভবরঙ্গ সাঙ্গপ্রায়। ১
ভ্রমিছ কেন কুপথে, এখনো মন এস পথে,
চিন্ত চিতে চরম পথে, অন্তের উপায়। ২
দূর নয় দেখ দিন গণে, যে দিনে বান্ধবগণে,
এই দেহ করিবে দাহন, ক্রব্যাদ আগুনে।
(তখন) পাপ পুণ্য সঙ্গে যাবে,
ভোগান্তে ফিরিবে ভবে,
কর্ম্মসূত্র নাশ তবে, জ্ঞানাগ্নি-প্রভায়। ৩
অনিত্য এ বিত্ত, ধন, ত্যজে নিত্য নিত্য ধন,
সাবধানে কর রে সাধন, সদা সযতনে।
রসনায় অবিরাম, বল রাম কৃষ্ণ নাম,
পাবে সুখ মোক্ষধাম, মজ হরি পায়। ৪

৯৩নং।

রাগিণী কালাংড়া।—তাল কাওয়ালী।

(আরে কুলকুণ্ডলিনী যার যাগে) কমলাকান্ত।

রাধা রাধা-রমণ বিরাজে যার মনে, নাই যার মনে।
কি কাজ বেদান্ত তন্ত্র দর্শনে, তার দরশনে। ১

অন্তরে যে হেরে হরি, অন্তর যে হেরে হরি,
সে বিষয় পরিহরি কেনে।
ত্যজিয়ে সংসার-বাস, সুরধুনী-তীরে বাস,
কিম্বা করে বনবাস, বৃথায় মুক্তি-কারণে। ২
যে হয় শুক নারদ, না চায় সে ধ্রুব-পদ,
হরি-পদ হেরে হৃদাসনে।
রত কুপথ-গমনে, রাম! না ভাবিলে মনে,
কাল কালিয়দমনে, ভবে তরিবে কেমনে। ৩

৯৪নং।

রাগিণী সরফরদা।—তাল ঢিমা তেতালা।
(আর কেন আমায় রাজা বল) মধুকাণ।

দিন গত তোর দেখনা গ'ণে।
র'লে র'সে, জেনে শুনে কেমনে?
একবার ডাক রে মন! রাধারমণে। ১
আশি*লক্ষ জন্মান্তরে মানব-জন্ম পাই।
না ভজে গোবিন্দ-পদ হেলায়ে হারাই।

* ছন্দানুরোধে আশী লক্ষ লিখিত হইল। বস্তুতঃ চৌরাশী লক্ষ যথা;—

স্থাবরং লক্ষং বিংশত্যা জলজা নব লক্ষকাঃ।
ক্রিমিজা রুদ্রলক্ষঞ্চ পঞ্চলক্ষঞ্চ বানরাঃ।
পশুজা নবলক্ষঞ্চ বিংশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ।
তত্রৈব মানবং জন্ম কুৎসিতাদৌ দ্বিলক্ষকে।
শূদ্রাদীনাং শতং প্রাপ্য ব্রাহ্মণস্তদনন্তরম্।
উত্তমং চোত্তমং প্রাপ্য চাত্মানং যো ন তারয়েৎ।
স এব আত্মঘাতী স্যাৎ পুনর্যাস্যতি যাতনাং।

গর্ভবাসে ছিলে যখন, কাতরে করিতে রোদন,
কি বলেছ কৃষ্ণ-সদন, সে বেদন পড়ে কি মনে ? । ২
কুসঙ্গে কুরঙ্গে বৃথা কাটাইলে কাল,
গেল রে কাল এল ঐ কাল, দেখ রে পরকাল,
তরবি যদি ভব-সিন্ধু, ডাক রে একবার দীনবন্ধু,
গোবিন্দ গোলক-ইন্দু, ছোবেনা তোরে শমনে। ৩

৯৫নং।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস।—তাল তেওট।

(দাঁড়াও হরি এল প্যারী) মধুকাণ।

করি কি বল এল কাল।
বিহীন জ্ঞান সাধন সম্বল বল। ১
আসিয়া এ ভবে, মজিলাম কুভাবে,
না ভাবি মাধবে, ভাবি জঞ্জাল। ২
অনিত্য ধন আশায়,
ত্যজি নিত্য ধন, যে ধরে গোবর্দ্ধন
সাধনের ধন,
না ভাবি সে ধনে, মজিলাম কুধ্যানে,
এখন ডাকিছে নিধনে, কি হবে বল। ৩
প'ড়ে মায়া-ফাঁদে, বিষয়-মদে,
মত্ত লোভ মোহে মৎসর মদে,
মাতি রঙ্গরসে, অবিদ্যা-আবেশে,
ভুলিলাম ভবেশের পদ-কমল। ৪

ভাব কি আরে মন ! হের, শিয়রে শমন,
তোর সাঙ্গ ভব-ভ্রমণ, ভাব রাম ! বামন।
তবে হবে দমন, সংযমনী-গমন,
স্মর রাধারমণ, রূপযুগল। ৫

৯৬নং।

রাগিণী লুম ঝিঝিট।—তাল ঢিমা তেতালা।

(বল তারে কারাগারে আর কত দিন রৈতে হবে) মধুকাণ।

আর কি আশে সুখবাসে, আছ রে মন এ সংসারে।
শান্তি সুখ মেলেনা রে না ভজিলে সারাৎসারে। ১
পালিতে আত্ম পরিজন, করেছ ত অর্থ অর্জ্জন,
কখন কি তৃপ্তি সাধন, হয়েছে তব অন্তরে। ২
দারা সুত লাগি বৃথা মুগ্ধ হ'লে মন !
নহে কেহ কর্ম্মভাগী লইলে শমন।
ভুলিলে হেরি যে মুখে, সে অনল দিবে মুখে,
তবে কি সুখে কোন্ মুখে, আপন আপন বল তারে। ৩
মিটে না ধনাশা তৃষা, দেখ বিচারি,
তাই বলি ভবন ছাড়ি হও বনচারী,
কি সুখ নিবাসে বাসে ? ভ্রম রাম তীর্থ-বাসে,
ভালবাস পীতবাসে, কৃত্তিবাস বাসে যাঁরে। ৪

৯৭নং।

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল মধ্যমান ঠেকা।

(সে হাটে যে স্থতো ভবের হাটে পাওয়া ভার) মধুকাণ।

ভাব রে ভগবান্, নৈলে নাহি পরিত্রাণ।
ভাই বন্ধু দারা স্থত, কেহ সঙ্গে যাবে না ত,
সে বড় দুর্গম পথ, যাতে করিবে প্রয়াণ। ১
পরমার্থ ত্যজিয়ে অনর্থ ঘটালি,
বৃথা অর্থ তরে তোর এ জীবন গোয়ালি,
এ অর্থ না সঙ্গে যাবে, যা উপার্জ্জন কল্লে ভবে,
ওরে! হরিনাম লও রে তবে, যাহে পাবে ত্রাণ। ২
অসার সংসারে ম'জে অন্তের সহায়,
শ্রীহরি-পদ হায় কি বিপদ! ভুলে র'লে হায়!
রাম! তোর নিকট মরণ, স্মর সদা সে শ্যামবরণ,
ভেবো রাধাকৃষ্ণ-চরণ, যাবে যবে প্রাণ। ৩

৯৮নং।

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল মধ্যমান ঠেকা।

(হায় কি ভাব ব্রজের ভাব) ঐ

দিন গত, তবু ত আমি হরি না স্মরি।
যখন শমন ধরিবে কেশে, বল রে ত্রাণ পাবি কিসে,
ডাক রে একবার হৃষীকেশে, ভব-কাণ্ডারী। ১

অন্তকালে অন্তর্জলে মেলি বন্ধুগণ,
শুনাবে নাম ব'লে কি রে করিবি না স্মরণ ?
তখন তোর এ পাপের ভরে,
এ পাপ শ্রবণ-বিবরে, হরিনাম পশিবে নারে,
দেখ্ না বিচারি। ২
বশ না হ'লে রসনা সে কৃষ্ণ-নামে,
কেমনে লইবে সে নাম রাম! পরিণামে,
তাই তোয় সাধিতে বলি, সদা রাধাকৃষ্ণ-বুলি,
(যাহে) ছিন্ন মুণ্ড রাম রাম বলি,
তরণী যায় তরি। ৩

৯৯ নং।

রাগিণী পরজ বাহার।—তাল ঠেকা।

কে আলি আমার রতনমণি, বল হরে কৃষ্ণ হরে হরে) মধুকাণ।

ডাক হরে কৃষ্ণ ত্বরা করি, হায় কি করি !
ওরে মত্ত মন-করি !
বৃথা কাজ ত্যজে ভজ, যে বধে কুবলয় করী। ১
শিশু যে নাম স্মরণে, বাঁচিল জীবনে বনে,
ভাব সে পতিতপাবনে, সদা পূত চিত করি। ২
শৈশবে শিশুর সঙ্গে, খেলায় গত দিন,
যুবাকালে হইলে সে ইন্দ্রিয়-অধীন,
স্থবিরে বৃথা কি কর, যদি হরিনাম না কর,
দিবাকর-সুত-কর—বাঁধিবে বল কি করি। ৩

পাপ নাশ আশে স্মর শ্যামবরণে,
সতত প্রণত হ রে, হরি-চরণে,
হরি-রূপ হের নয়নে, হরিনাম শুন শ্রবণে,
মজ রাম! হরি-গানে, যাহে ভবে যাবে তরি। ৪

১০০ নং।

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল মধ্যমান।

(কোন্ গুণে আর কররে গুণ গুণ রে নির্গুণ অলি) মধুকাণ

ভুলে র'লে শ্রীহরি-সাধন, ওরে ভ্রান্ত মন!
সম্মুখে হের সঙ্কট, নিকটে বিকট শমন। ১
ত্যজে বিষয়বাসনা, কর হরি-উপাসনা,
রসনা! পূরাও বাসনা, সদা বল রাধারমণ। ২
শ্রীহরি-ভজন-হীনে মুকতি না পায়,
তে কারণে যোগিগণে ভজে হরি-পায়,
নিরোধ ইন্দ্রিয়গ্রাম, প্রণবে কর প্রাণায়াম,
চিন্ত রূপ রাধা-শ্যাম, তবে হবে শমন দমন। ৩
সাধিতে অষ্টাঙ্গ যোগ শক্তি যদি নাই,
তবে রাম! অবিরাম ভাব রে কানাই,
বল হরে কৃষ্ণ হরে, নামে কলি-কলুষ হরে,
হরি-নাম বিনা পারে, কে পারে করিতে গমন। ৪

১০১ নং।

রাগিণী পরজ বাহার।—তাল ঢিমা তেতালা।

• (গঙ্গাতে কি পায়) মধুকাণ।

আমার হবে কি সে দিন।
এবে তাই ভাবি প্রতিদিন ॥
দয়া করি দীনবন্ধু তারিবেন এ দীন। ১
করি কত পাপাচরণ, করি না হরি-নাম স্মরণ,
পাবে কি ত্রাণ এ অশরণ, হরি-ভক্তি-হীন। ২
ভব-রঙ্গ-সাঙ্গ-কালে গ্রাসিলে কালে,
এ পাপাঙ্গে কি ত্রিভঙ্গ করিবেন কোলে,
অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ ধরাতলে,
রবে কি হবে যে কালে, পাঁচে পাঁচ লীন। ৩
অন্তে পদপ্রান্তে মম মতি যেন রয়,
প্রাণান্তে কৃতান্ত-পুরে না হেরি নিরয়,
রামের দেহান্ত দিবে, হরি হৃদয়ে উদিবে,
আঁখি সে রূপ নিরখিবে, হব স্বরূপে বিলীন। ৪

---

১০২ নং।

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল মধ্যমান।

(কেন প্যারি মালা গাথ আর) মধুকাণ।

শ্যামা শ্যামে প্রভেদ ভেব না।
বিচারি দেখ না ॥
একই বীজ-মন্ত্রে, সবে করে উভে আরাধনা। ১

কালা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে, কালী রয় ত্রিভঙ্গ ঠামে,
বক্র কাল বুঝ ওই ক্রমে,
কর ওরূপ সাধনা। ২
কালা বনমালী, কালী মুণ্ডমালিনী,
বাঁশী মুগ্ধকরী, অসি ভীতিদায়িনী,
প্রেমে হয় শরণাগত, ভয়ে হয় পদে পতিত,
কালা কালী এক রূপে ত, পূজে ব্রজে ব্রজাঙ্গনা। ৩
তবে কেন নেড়ানেড়ী হইয়ে ভ্রান্ত,
করে বড় বাড়াবাড়ি না বুঝে অন্ত,
চায় না কালীর চরণ-পানে, কালী-পদামৃত-পানে,
বিরত কালীর ধ্যানে, কেনে এ বিড়ম্বনা। ৪
নাশ দ্বিধা, হর ক্ষুধা, রূপ-সুধা-পানে,
সদন্তরে ঐক্য ক'রে বাঁশী কৃপাণে,
ত্রিজগৎপিতা শ্যামেরে, জগদম্বা শ্যামা মারে,
স্মরি তরে মরামরে, রাম ! তুমি কেন স্মর না ? । ৫

১০৩নং ।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস।—তাল তেওট।

(দাঁড়াও হরি এল প্যারী) মধুকাণ।

লয় শমনে যাই কোথা ?
দারা পুত্র পরিজন, ত্যজিয়ে হেথা। ১
দিবস শর্ব্বরী, বৃথা কাজে ফিরি,
আজ অনুতাপে মরি, মনে পাই ব্যথা। ২

আসি কর্ম্ম-ভূমে, কর্ম্ম না করি,
মজিয়ে সংসারে হরি না স্মরি,
মরে নিতি নরে, সতত তা হেরে,
তবু ভাবিনি অন্তরে এ দেহ বৃথা। ৩
লভি নর-জন্ম, জীবে যা দুর্ল্লভ,
বিফলে কাটালেম হে রাধাবল্লভ!
তব কৃপা বিনে নিস্তার দেখিনে,
রাম শুনেনি শ্রবণে, শ্রীহরি-কথা। ৪

১০৪ নং।

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

(গেল রে দিন গেল একান্ত) দাশরথি।

এলো রে ওই এল কৃতান্ত,
হে মানস! তব দিবস অন্ত,
কাটালি দিন ত, হইয়ে ভ্রান্ত,
একান্ত অন্তরে ভজ শ্রীকান্ত। ১
বৃথা কেন মন! বসি কাল হর,
হে নেত্র! ত্রিনেত্র-বাঞ্ছিত ধন হের,
শুন কৃষ্ণ-নাম শ্রুতি-সুখকর,
স্মর রে রসনা! কমলাকান্ত। ২

কৃষ্ণ-দরশনে চল রে চরণ !
কর কর হরি-ধাম বিলেপন,
কর রাম ! কৃষ্ণ-কথা আলাপন,
ভাব ভব-ভাব্য ধন অনন্ত। ৩

১০৫নং।

রাগিণী ইমন।—তাল কাওয়ালী।

(কিসে চলে বল হিমাচলে চল) দাশরথি।

করি কি এখন বল বল মন !
কৃষ্ণনাম কৈতে কফে কণ্ঠে করে আক্রমণ। ১
বাল্য যুবা বৃদ্ধ কাল, গত রে আগত কাল,
না ভাবিলি পরকাল
কালকায় কালদমন। ২
ঘুচা রে মনের ধাঁধা, ছাড় রে সংসার-বাঁধা,
ভাব রামজয় ! সদা শ্রীরাধা-রাধারমণ। ৩

১০৬নং।

রাগিণী ইমন।—তাল কাওয়ালী।

(ত্রাণ কর তারা ত্রিনয়নী) দাশরথি।

দিন গত, রত র'লি ব্যসনে। (রে মন !)
সে অনন্ত-আসনে, দেখ্‌লি না হৃদাসনে,
কেমনে পাবি ত্রাণ শমন-শাসনে,
না মেলিলি জ্ঞান-আঁখি অচ্যুত-দরশনে,
মত্ত অশন বসনে। ১

তারণকারণ হরি-চরণ-ভজন—
পূজন-স্মরণ-মনন-বিহীন নিদিধ্যাসনে, (তুমি)
. শ্রীহরি-প্রসঙ্গ, হীন সাধু-সঙ্গ,
কুসঙ্গে কাটালে দিনে, এ ভব অপার,
হইবে যদি পার, মজ রাম ! হরি-চরণে। ২

১০৭নং।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল একতালা।
(শ্রীচরণে ভার একবার) দাশরথি।

মন ! তোর গত দিন,
এক দিন, না ভাবিলে ভবরাণী।
কিসে তরি, চরণ-তরী,
নাহি দিলে, দীনতারিণী। ১
স্মরি যে পায়, মুকতি পায়,
তাঁহার কৃপায়, পাপী প্রাণী।
যারা স্মরে, ভক্তি ভরে, তারা তরে হ'য়ে জ্ঞানী। ২
কি স্মরণ, কি মনন, কিম্বা ভজন পূজন,
নাহি কোন আয়োজন, কি সে তরিবে না জানি।
ভক্তি করি, ক্ষেমঙ্করী স্মর, করি জোড় পাণি।
তবে দুস্তর ভবে নিস্তার, করিবেন মা নিস্তারিণী। ৩
পিতা যার মৃত্যুঞ্জয়, মাতা জয়দুর্গা হয়,
তার কি রে কালে ভয়, মা ত মহাকাল-রমণী।
রে কুলাঙ্গার ! মায়ের আগার, পাবি আবার, ভাগ্য মানি,
রাম স্মর, সদা স্মরহর-হর-বিহারিণী। ৪

১০৮নং।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল আড় কাওয়ালী।

(সম্বর ও রূপ কমলাখি) দাশরথি।

মন রে! কুপথে র'বি কতদিন।
কামাদি-অধীন, হ'য়ে গত দিন,
তুই দীনবন্ধু-হরি-পদে না মজিলি কোন দিন। ১
শুন্‌লি না হরি-প্রসঙ্গ, কল্লি না সুজন-সঙ্গ,
ভব-রঙ্গ সাঙ্গ হ'তে ক'দিন?
কৃষ্ণ না ব'লে রসনায়, কাটালি দিন কুবাসনায়,
হরির সাধনায় হলি উদাসীন।
বৃথা অনুদিন, হ'লো আয়ু হীন,
তুই না ভাবিলি পরিণামে নিরয়ে হবি বিলীন। ২
না করিলি আরাধন, গুরু-দত্ত মহাধন,
নিধন সাধন হবে যে দিন।
কি ধন লইয়া সাথে, ভব-পারাবার-পথে,
যাবি তা ত ভাবিলি না এক দিন।
কুসঙ্গে ভ্রমণ, ত্যজে ভজ মন!
সেই শমনদমন রাধারমণে, রাম মতিহীন। ৩

১০৯নং।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

(প্রাণ ত অন্ত হ'ল আজ আমার) দাশরথি।

দিন ত অন্ত, ডাক এ সময়, কালী মায়।
পরিহরি তোর অন্তর-কালিমায়। ১

বিলাসে বাসনা বাড়ে, দেখ যযাতি-উপমায়।
(মন !) ত্যজিয়ে বিষয়-বাসনা,
স্মর শবাসনা শ্যামায়। ২
ভক্তি-ফলে মুকতি ফলে কি ফল বিফল জ্ঞান-গরিমায়।
কালী-চরণে মজ রাম ! পূজ মুক্তকেশী মার প্রতিমায়। ৩

১১০নং।

রাগিণী সুরট বা জয়জয়ন্তী।—তাল ঝাপতাল।

(মম মানস সদা ভজ, দ্বিজ-চরণ-পঙ্কজ) দাশরথি।

মজ রে মন ! ঘন ঘন-বরণ-চরণ-রজে।
কি বিপদ, হরি-পদ ভুলিলে বিষয়ে মজে। ১
বিরিঞ্চি শিব বাসব, সেবে সবে যে কেশব,
মন ! কেন বিষয়াসব, সেব কেশব-পদ ত্যজে। ২
কত করুণা তাঁর কাতরে, একবার ভাবি অন্তরে,
অশেষ পাতকী তরে, তোর দিন যায় কুকাজে।
তুচ্ছ করি রূপা সোণা কর হরি-উপাসনা,
ত্যজিয়ে বিষয়-বাসনা, রাম ! তর রে ! তাঁরে ভজে। ৩

১১১নং।

রাগিণী ললিত।—তাল কাওয়ালী।

(প্রাণ কি ঠাণ্ডা মণ্ডায় হায় রে।)

কৃষ্ণে ডাক মন ! দিন যে যায় রে।
কাটালি দিবস-নিশি অসার কথায় রে। ১

হরি-মন্দিরে কভু শির না নোয়াইলি,
সেলাম করিয়া শুধু জীবন গোঁয়াইলি,
পরিহরি হরি-পদ, সম্পদ ভাবিলি,
মজিলে আপনি আর মজালে আমায় রে। ২
কর্ম্ম-ফলে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিলে এবার,
ভুলিলে কেমনে হবে পার ভব-পারাবার,
অপরাহ্ণ তব তবু পাপে গতি অনিবার,
পরিণাম ভেবে রাম! স্মর শ্যামকায় রে। ৩

১১২নং।

রাগিণী জঙ্গলা।—তাল তেতালা।

(অভিমানে গেল রে তোর দিবা রজনী) সুরে।

দিনে দিনে দিন গত, কি ভাব রে মন!
এখনো সুপথে যাও, চাও শিয়রে শমন। ১
কুকাজে কাটালে কাল, না ভাবিলে পরকাল,
এবে যদি চাও ভাল, স্মর রে রাধারমণ। ২
সুখ দুঃখ এ শরীরে ভুগেছ ত বারে বারে,
আর কি সুখ সংসারে, রাম! কর তীর্থ গমন। ৩

১১৩নং।

রাগিণী যোগিয়া।—তাল রূপক।

(কুবুজা সুন্দরী পরমা সুন্দরী) গানের সুরে।

দেখি যে সবাকার, দুখে যে শবাকার, বদনে হাহাকার,
সদনে রোদন-ধ্বনি।
আদালত আফিসে, জ্বালায় কোর্টফিসে, পরাণে মারে পিষে,
রাজা প্রজা দীন ধনী। ১
আটর্ণী উকীল আর বারিষ্টার প্লীডারে,
ইসাদে, বিষাদে বাদী অথবা আসামী ডরে,
বেচে ঘটি বাটি বাটী তোষিতে মরমে মরে,
চরমে দীনতা ফল হার্ জিতে সম শুনি। ২
হুকুমের দামে, কথা কথায় এফিডেবিটে,
মামলা মকুপী ফিসে দুখীর বিকায় ভিটে,
ধনী হয় দীনপ্রায়, নাচার মজুর মুটে,
কি আচার! এ বিচার দীনে কিসে লয় কিনি। ৩

১১৪নং।

কাঁঠালের গান।

রাগিণী ললিত।—তাল একতালা।

(গোলালুর তুলনা জগতে মিলে না, এমন তরকারি না দেখি
নয়নে) গানের সুরে। মতিলাল রায়।

কাঁঠালের গুণ, বর্ণিতে দ্বিগুণ, বেগে যে আগুণ,
জ্বলে জঠরে।
যার কচি কালে, ভাজা, ঝোল, অম্বলে, খায় রে সকলে,
পরমাদরে। ১

পাকা দেখে লোকে হয় বড় সন্তোষ,
দিয়াছেন বিধি দুই রকম কোষ,
এক রসে ভরা, পানে পরিতোষ, ,
প্রাণে হয় রে।
আর, খাজায় মজা লাগে দিলে অধরে। ২
খোসা ত্যজি বিচি কাটি কুচি করি,
মিশালে রসাল হয় তরকারি,
মীন-শিশু-সনে বনে সুচচ্চড়ী, মজাদার রে,
খেলে ভাজা পোড়া সুধা ক্ষরে ক্ষুধা হরে। ৩
সিন্দুক, আলমারী, টেবিল, কবাটে,
চেয়ার চৌকিতে পীড়ি কিম্বা খাটে,
চারু কারু কাজ কাঠে কত খাটে, মনোহর রে।
আর, ভাব কত পীড়া পাতায় সারে। ৪
যে দেশে বিরাজ ক'রেছেন কানাই,
কাঁঠালের কিন্তু জন্ম সেথা নাই,
শুধু বঙ্গদেশ-মাঝে দেখ্‌তে পাই, ভাবি তাই রে।
বিধি বাম কেন রাম কাঁঠালোপরে। ৫

১১৫নং।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

বিদায় হ'লাম বঙ্গবাসি! আসি এ জনমের তরে।
বাসে বাসে নাই বাসনা যাব সুরধুনী-তীরে। ১
পালিয়াছ নরাধমে, ভুলিব না কোন ক্রমে,
ঋণী র'লাম এ জনমে, স্মরিব জীবন ভ'রে। ২

জানিনে জয়দুর্গা মায়ে, প্রসবিয়ে মা আমায়ে,
সঁপি পিতা মৃত্যুঞ্জয়ে, যায় লোকান্তরে।
দ্বাদশ বৎসরে আমি, গাঙ্গোল জনম-ভূমি,
ত্যজে দুখার্ণব-গামী, হ'লাম হারায়ে পিতারে। ৩
কেবা শুনিবে শ্রবণে, যে দুখ পেয়ে জীবনে,
রয়েছি নানা ভবনে, অশন তরে,
বোয়ালিয়া আসি পরে, সেবি বহু নরবরে,
রাম ক্লান্ত কলেবরে, মেলানি মাগে কাতরে। ৪

১১৬নং।

চরম-প্রার্থনা।

রাগিণী বেহাগ।—তাল জৎ।

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার), কাশীধাম।
কুরুক্ষেত্র, বিন্ধ্যাচল, বৈদ্যনাথ, ব্রজগ্রাম ॥ ১
গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, পূত প্রয়াগ পুষ্কর।
গয়াক্ষেত্র, জগন্নাথ, কামাখ্যা, চন্দ্রশেখর ॥ ২
বিরজা, বরাহদেব, বৈতরণী, বিন্দুসর।
একাম্র, ভুবনেশ্বর, খণ্ডাদ্রি, তারকেশ্বর ॥ ৩
সাগর-সঙ্গম, সিন্ধু, শ্রীগৌরাঙ্গ, নবদ্বীপ।
মা ভবানী, কালিকাপীঠ, রঘুনাথ, মাদা-দ্বীপ ॥ ৪
পতিত-পাবনী গঙ্গা, পুণ্যতোয়া সরস্বতী।
সরযূ, যমুনা, ফল্গু, হয়-বৈন স্মৃতি ॥ ৫

আশা অবন্তী-দর্শনে, বাঞ্ছা কাঞ্চীপুর হেরি।
কৃপা করি কিঙ্করের কামনা পূরাও হরি ! ॥ ৬
ত্র্যম্বক, নাসিক আর প্রভাস, দ্বারকাপুরী।
পূতনীরা গোদাবরী, কৃষ্ণা, নর্ম্মদা, কাবেরী ॥ ৭
তীর্থ নৈমিষ-কানন, সেতুবন্ধ, চিত্রকূটে।
হেরি হরি ! তব পদে এ মিনতি করপুটে ॥ ৮
সাঙ্গ যবে হবে রঙ্গভূমে নাট্য গীত।
চিত্তে তব মূর্ত্তি হেরি হয় নেত্র নিমীলিত ॥ ৯
পিতা মম মৃত্যুঞ্জয়, জয়দুর্গা জননীর,
পাদপদ্ম স্মরি যেন বহে অন্তে আঁখি-নীর ॥ ১০

নাটোরে, গাঙ্গ'ল গ্রাম, আত্রেয়ীর কূলে,
জন্মভূমি, জন্মদাতা দ্বিজ মহামতি—
মৃত্যুঞ্জয় নামে, মাতা জয়দুর্গা দেবী।
দশ মাস বয়ঃক্রম যবে অভাগার,
তেয়াগি আমায় মাতা গেলা পরলোকে
অকালে, জনক ত্যজে দ্বাদশ বৎসরে।
অসহায় রামজয় সেই দিন হ'তে,
দুখময় জীবন যাপিল এ জগতে।
শুন হে পাঠকবর ! তিলেক দাঁড়া'য়ে,
নহে দিন দূরে যেতে যাতনা এড়ায়ে।
চিতার উপরে ইহা কাঠের ফলকে,
র'বে যবে ; নিরখিবে দুখে বা পুলকে।